CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-212 ■ 13 May, 2025 ■ আগরতলা ১৩ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৯ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংঘর্ষ বিরতির পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

পাকিস্তানের সঙ্গে শুধুই সন্ত্রাসবাদ ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে

জল ও রক্ত একসাথে বইতে পারে না

নয়াদিল্লি, ১২ মে ।। পাকিস্তানের সাথে এখন শুধুই সন্ত্রাসবাদ এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে। কারণ, জল ও রক্ত একসাথে বইতে পারে না। আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এভাবেই কড়া ভাষায় পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সাথে সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ এবং বাণিজ্যও একসঙ্গে চলতে পারে না। এদিন প্রধানমন্ত্রী "অপারেশন সিঁদুর" এর সফল সমাপ্তির কথা ঘোষণা করে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগামে নিষ্পাপ নাগরিকদের উপর বর্বর সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যুত্তরে ভারত পরিচালিত সামরিক অভিযানে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের সাহসী সেনারা সীমাহীন বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। আমি এই পরাক্রম উৎসর্গ করছি আমাদের দেশের প্রতিটি মা, বোন ও কন্যাকে।"* তিনি জানান, ৬ মে গভীর রাত থেকে শুরু হয়ে ৭ মে সকালের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর সুনির্দিষ্ট হামলায় পাকিস্তানের বহু সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এতে ১০০-রও বেশি কুখ্যাত জঙ্গি নিহত হয়।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাহাওয়ালপুর ও মুরিদকে-র মতো স্থান, যেগুলিকে "বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিশ্ববিদ্যালয়" বলা যায়, সেগুলিই ভারতের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি বলেন, "যে মুখ্য কার্যালয় থেকে সন্ত্রাসের বীজ বোনা হতো, সেগুলি আজ ভারত ধ্বংস করেছে।"

ভারতের সফল অভিযানে হতাশ পাকিস্তান পাল্টা হামলা চালিয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল স্কুল, কলেজ, মন্দির ও সাধারণ মানুষের বসতবাড়ি। তবে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সফলভাবে এসব হামলা প্রতিহত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পাকিস্তানের ড্রোন ও মিসাইল আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পারেনি। ভারত শুধু সীমান্ত নয়, পাকিস্তানের গর্বের এয়ারবেসগুলোকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, "সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না, সন্ত্রাসবাদ এবং বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না।" তিনি জানান, পাকিস্তানের অনুরোধে ভারত তার সামরিক প্রতিক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখলেও, ভবিষ্যতে প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করা হবে। তাতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়নি, সাময়িক স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, পাকিস্তানের সাথে শুধুই সন্ত্রাসবাদ এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই আলোচনা হবে। কারণ, জল এবং রক্ত একসাথে বইতে পারে না।

"অপারেশন সিঁদুর" ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী নীতিকে একটি নতুন দৃষ্টান্তে নিয়ে গেছে। সে-বিষয়ে তিনটি মূল বার্তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আক্রমণের জবাব কঠোরভাবে দেবে সেটাও নিজের শর্তে, পরমাণু ব্ল্যাকমেইল আর বরদাস্ত নয় এবং যারা সন্ত্রাসকে আশ্রয় দেয় ও পোষে, তাদেরকে আলাদা করে দেখা হবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অভিযানে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' অস্ত্র ও প্রযুক্তির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার যুগে ভারতীয় সামরিক শক্তির সক্ষমতা এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এখনই না থামালে, বন্ধ হবে বাণিজ্য, যুদ্ধ এড়াতে ভারত ও পাকিস্তানকে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ মে ।। *ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য এক ভয়াবহ সংঘর্ষ এড়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে মার্কিন প্রশাসন। একথা বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, 'আমরা ওদের সোজা জানিয়ে দিয়েছিলামএখনই সংঘর্ষ বন্ধ করো। আমরা তোমাদের সঙ্গে অনেক বাণিজ্য করতে পারি, কিন্তু যদি না থামো, তাহলে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেব।'*

তিনি জানান, মার্কিন হস্তক্ষেপ ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার হুমকির কারণেই দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ পিছিয়ে আসে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "দুই পক্ষই থামতে চাইছিল না। পরিস্থিতি ভয়ানক সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো ছিল। কিন্তু আমরা থামিয়েছি।"

অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের কৌশলকে কূটনীতির হাতিয়ার হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের লড়াই সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সহযোগী সংগঠনের বিরুদ্ধে ঃ ভারতী

নয়াদিল্লি, ১২ মে ।। ভারতের যুদ্ধ কোনও দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, বরং সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সহযোগী সংগঠনের গঠনের বিরুদ্ধে এই বার্তা দিয়েছেন এয়ার অপারেশনস ডিরেক্টর জেনারেল, এয়ার মার্শাল এ. কে. ভারতী। দিল্লিতে আয়োজিত এক প্রেস সম্মেলনে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুঃখজনকভাবে হস্তক্ষেপ করে সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, ফলে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে জবাব দিতে হয়েছে।'

এয়ার মার্শাল ভারতী জানান, সাম্প্রতিক 'অপারেশন সিন্দূর'-এর সময় ভারতীয় বাহিনী সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামোয় যতটা সম্ভব কম ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, 'আমাদের একত্রিত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার সমন্বয় রয়েছে এবং এতে বহুস্তরীয় সেন্সর ও অস্ত্র ব্যবস্থাও সংযুক্ত।' তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের ব্যবহৃত ড্রোন এবং ইউএভিগুলিকে দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি 'সফট ও হার্ড কিল' কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেম এবং প্রশিক্ষিত প্রতিরক্ষা কর্মীরা সফলভাবে প্রতিহত করেছে। এ সময় দেশীয় 'আকাশ' সিস্টেমেরও উল্লেখযোগ্য কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়।

পাকিস্তানের ব্যবহৃত চীনা ঞ্জ-১৫ মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং লোইটার মিউনিশন ও ইউএভি ধ্বংস করা হয় বলে জানান তিনি। ভারতের পাল্টা হামলা নূর খান ও রহিম ইয়ার খান এয়ারবেস-সহ শত্রুপক্ষের একাধিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়।

সেনা অপারেশনস ডিরেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানান, পাকিস্তানের বারংবার ভারতীয় লজিস্টিক ও এয়ারফিল্ড টার্গেট করার প্রচেষ্টা মাল্টি-লেয়ার কন্ট্রাড্রোন সিস্টেম এবং এয়ার ডিফেন্স গ্রীড দ্বারা ব্যর্থ করা হয়েছে।

নৌসেনা অপারেশনস ডিরেক্টর জেনারেল ভাইস অ্যাডমিরাল এ.এন. প্রমোদ জানান, নৌবাহিনী সার্বিক নেটওয়ার্ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে, যেটি স্থল ও বায়ু উভয় খাতেই তৎপর। মিগ-২৯ ফাইটার জেট ও এয়ারবর্ন ওয়ার্নিং হেলিকপ্টারের সহায়তায় নৌবাহিনী শত্রুপক্ষের কোনও বিমানে প্রবেশের সুযোগ দেয়নি। তিনি বলেন, 'পহেলগামের সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পরপরই, ভারতীয় নৌবাহিনী তাদের বিমান ও মিসাইল প্রতিরক্ষা দক্ষতা প্রদর্শন করেছে এবং পাকিস্তানের হামলাকে মকরান উপকূলে সীমিত রাখতে বাধ্য করেছে।'

এই সামরিক অভিযানে তিন বাহিনীর সম্পূর্ণ সমন্বয় ছিল, এবং সরকারের পাশাপাশি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের পূর্ণ সমর্থন ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে ছিল বলেও উল্লেখ করেন আধিকারিকরা।

মর্মান্তিক !

যান দুর্ঘটনায় দাদু-নাতির মৃত্যু, শোকের ছায়া এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১২ মে।। রবিবার রাতে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একই পরিবারের দাদু ও নাতি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে বিশ্রামগঞ্জ পরিমল চৌমুহনি ব্রিজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে, যেখানে একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে একটি প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

নিহতদের নাম নারায়ণ ভৌমিক (৬২) এবং আদরিক ভৌমিক (১১ মাস)। দুর্ঘটনায় পরিবারে মোট পাঁচ জন সদস্য আহত হন, যাদের মধ্যে নারায়ণ ভৌমিক ও শিশুপুত্র আদরিকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের বাকিরাআদ্রিকের বাবা, মা এবং ঠাকুরমাগুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে আদ্রিকের বাবা এবং ঠাকুরমার অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সোমবার সকালে বটতলা মহাশ্মশানে দাদু-নাতির একসঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আদ্রিকের মা শেষবারের মতো ছেলের মুখ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এই দুর্ঘটনার খবরে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে উস্কানিমূলক পোস্ট গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ভারত বিদ্বেষী ফেইসবুক পোস্ট ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করলো বিশালগড় থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। তাকে আগামীকাল আদালতে প্রেরণ করা হবে। অভিযুক্ত যুবকের নাম জাহির উদ্দিন, পিতা এমডি শাজাহান।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন জানিয়েছেন, আজ সকালে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ আসে যে জাহির উদ্দিন নামে এক যুবক তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভগবান বুদ্ধের মার্গদর্শনের সার্থকতা আসবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ভগবান গৌতম বুদ্ধ সারা বিশ্বে অহিংসা, প্রেম, করুণা ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধের এই বাণীকে পাথেয় করেই রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আজ বেণুবন বুদ্ধ বিহারে বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব এখন শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে এই উৎসব তাৎপর্যপূর্ণ। বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এবং মহাপরিনির্বাণ ঘটে বলে এই দিনটিকে ত্রয়ী আশীর্বাদ দিবস হিসেবেও পালন করা হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভগবান বুদ্ধের

বাণীকে আমাদের সকলের জীবনেই প্রয়োগ করতে হবে। নিজেদের আচার আচরণকে সংযত রাখতে হবে। তবেই ভগবান বুদ্ধের মার্গদর্শনের সার্থকতা আসবে। তিনি বলেন, ভারত সর্বদাই শান্তি ও অহিংসার মার্গদর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু দেশের উপর কোনও ধরনের আঘাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেনাবাহিনীর পরাক্রমে ঐতিহাসিক নির্ণায়ক জয় ভারতের ঃ প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। সেনাবাহিনীর পরাক্রমে ঐতিহাসিক নির্ণায়ক জয় লক্ষ্য করেছে ভারত। এর পেছনে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বও উল্লেখ্য। সোমবার এক সাংবাদিকের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিজেপি প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুরের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অদম্য সাহস ও বীর পরাক্রমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক জয় লক্ষ্য করেছে ভারত। সেনাবাহিনীর পরাক্রমের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের কারণে সোমবার ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

প্রদেশ মুখপাত্র সেনাবাহিনীদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি বলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমনে পাকিস্তানের ২১টি এয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি বনভূমি জবরদখল সুন্ধিবাসা এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার দামছড়া থানাধীন রাহুমছড়া ভিলেজ কাউন্সিলের সুন্ধিবাসা এলাকায় সরকারি বন দপ্তরের জমি জবরদখলকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, বনভূমি দখলের বিরোধিতায় প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, সুন্ধিবাসা এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা কামাল উদ্দিন কয়েক বছর আগে পিপলা ছড়া থেকে এসে সরকারি বনভূমি জবরদখল করে সেখানে বসত বাড়ি নির্মাণ করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সম্প্রতি একই এলাকার পশ্চিম পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা কৃষ্ণবাবু সিনহা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় গণধর্ষণ কান্ডে গ্রেপ্তার ৬ অভিযুক্তের ১ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ মে ।। গনধর্ষণ কান্ডের ঘটনায় ছয় অভিযুক্তদের বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। তাদের একদিনের জন্য জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামীকাল আবার অভিযুক্তদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিকেলে ভাইকে সাথে নিয়ে নাবালিকা স্কুটি চেপে মেলাতে যাওয়ার জন্য আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে সাত জন যুবক মিলে পথ আটকিয়ে ভাইকে ভয় দেখিয়ে নাবালিকা বোনকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিলোনিয়া থানাধীন মান্দারিয়া জঙ্গলে গণধর্ষন করে। শনিবার পর্যন্ত চলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ মে।। অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দেয় সীমান্ত এলাকায়। মৃত বৃদ্ধের বয়স অনুমান ৬৫ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে হবে। ঘটনা কমলপুর বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মলয়া - গঙ্গানগর গ্রামের মাঝখানে মলয়া হাওরের একটি গর্তে। মৃতব্যক্তি আশেপাশের কোন গ্রামের নয়। যার দরুন পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা, সেকেন্ড ওসি দাবিদা রিয়াং সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা বলেন, মলয়া - গঙ্গা নগর এলাকার মাঝখানে মলয়া হাওরের একটি গর্তে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু দেহ পাওয়া যায়। এখন মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিমল সিংহ মেমোরিয়াল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রান্সফরমার থেকে ৯৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারের ভেতরে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে পাচারের চেষ্টাকালে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। সোমবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে থানার নাকা পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের ৯৬০ কেজি গাঁজা সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি ছয় চাকার লরি আগরতলা থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল। নাকা পয়েন্টে গাড়িটি পৌঁছালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাছির তান্ডবে পন্ড হল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। মাছির যন্ত্রণায় পণ্ড হল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। ৩০০ জনের জায়গায় এলেন মাত্র গুটিকয়েক নিমন্ত্রিত। এলেও কেউই মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণ করতে পারলেন না। এমনটাই অভিযোগ বাড়ির মালিকের। দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনি পাড়ায় আশিস করের বাড়িতে আজ উনার মা বীনা রাণী কর" এর বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছিল। তবে পাশেই এক পোল্ট্রি ফার্মের দৌলতে গোটা অনুষ্ঠানটাই ভেস্তে গেল। পোল্ট্রি ফার্মের মাছির উপদ্রবে নিমন্ত্রিত কেউই খাবার গ্রহণ করতে পারলেন না। গোটা গ্রামবাসীরা এই মাছির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ বলে অভিযোগ। বারবার পোল্ট্রি ফার্মের মালিক কে এই বিষয়ে অবগত করা হলেও তিনি নিজ প্রভাব খাটিয়ে সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানালেও

কোন এক অদৃশ্য কারণে তারাও চুপ বলে অভিযোগ করলেন আশিস কর।জানা যায় ভোররাত থেকেই ৩০০ নিমন্ত্রীতদের জন্য রান্না করা হয়েছে। কিন্তু দুপুর গড়ালে দেখা যায়, যারাই মধ্যাহ্নভোজনে আসছেন তারা মাছির উপদ্রুবে খাবার খেতে বসতে পারেননি। একে একে সবাই ফিরে গেছেন বাড়িতে। পড়ে রয়েছে ৩০০ নিমন্ত্রিতদের খাবার। সবটাই ফেলে দিতে হবে বলে অভিমত বাড়ির মালিকের। তিনি আরো অভিযোগ করেন, উক্ত এলাকায় পোল্ট্রি ফার্মটি নির্মিত হওয়ার পর থেকে এটি পরিস্কারের জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে দুর্গন্ধ এবং মাছির তাণ্ডব লেগেই আছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছে বাড়ির কচিকাঁচা শিশুরা। অবিলম্বে এই ফার্মটি বন্ধ করা না হলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন আধিকারিকগণ।

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৩ মে, ২০২৫ ইং
২৯ বৈশাখ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

লড়াই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে

ভারত সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে না, সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় না, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করাই ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই ভারতীয় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতেছে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল পরিবার লড়াই মোটেই সহজ নয়। কেননা সন্ত্রাসীরা নতুন নতুন কৌশলে তাহাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত করিয়া থাকে। জম্মু-কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। ভারত বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরের এক বিন্দু মাটি ও ভারতবাসীর প্রাণ থাকিতে ছাড়িয়া দেবে না। বরং জম্মু-কাশ্মীরকে অক্ষত রাখিতে দেশের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দেশপ্রেমিক জনসাধারণ যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত ও রহিয়াছেন। বারবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরের শান্তির পরিবেশ ফিরাইয়া আনেতে নানা প্রয়াস জারি রাখিয়াছে। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ভারতীয় জনগণ সন্ত্রাসবাদকে নির্মল করিতে বদ্ধপরিকর। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন ধরনের প্রযুক্তি মোকাবিলা করিবার জন্য তৈরি ভারতীয় বায়ু সেনা, বলিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার ডিজি এয়ার মার্শাল এ কে ভারতী। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সেনা বাহিনীকে নিশানা করা হয়। একে ভারতী বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। কিন্তু দেখা যাইতেছে পাকিস্তান এই সংঘাতে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করিতেছে। দেখা গিয়াছে পাকিস্তানের সেনা সন্ত্রাসবাদীদের রক্ষা করিবার জন্য ভারতের সঙ্গে সংঘাতে নামিয়াছে। তার প্রত্যুত্তর ভারত দিয়াছে।"

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দাবি করা হইয়াছে যে ভারতীয় সেনা তাহাদের পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালাইয়াছে। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়ায়ে দেওয়া হইয়াছে যে পাকিস্তানের কোন পরমাণু কেন্দ্রে হামলা করা হয়নি। এয়ার মারশ্যাল একে ভারতী বলেন, "আমরা কিরানা হিল আক্রমণ করিনি।" তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে যে যে জায়গায় প্রত্যাঘাত হানা হইয়াছে তাহার মধ্যে কিরানা হিল নাই। ভারতীয় সেনার পক্ষ এদিন আরও একবার জানানো হইয়াছে পাকিস্তানের সেনা বা সেই দেশের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে ভারতীয় সেনার লড়াই নয়, লড়াই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতি অনিশ্চিত, রাত্রিকালীন ড্রোন হামলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি

মস্কো/কিয়েভ, ১২ মে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আপাতত শান্তির কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে ৩০ দিনের নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর রাশিয়া রবিবার রাতে ইউক্রেনের উপর একযোগে ১০০টিরও বেশি ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী। এই ঘটনার মধ্যেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তুরস্কে সরাসরি শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত ক্রেমলিন থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দুই পক্ষের হাজার হাজার সেনা নিহত হয়েছে এবং প্রায় ১০,০০০ এরও বেশি ইউক্রেনীয় সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। রাশিয়ার বাহিনী ইউক্রেনের প্রায় ২০ শতাংশ ভূখণ্ড বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের পক্ষ থেকে যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, রাশিয়া তাও প্রত্যাখ্যান করেছে। যদিও বৃহস্পতিবার মস্কোর পক্ষ থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ইউক্রেন জানিয়েছে যে তারা শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরই রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনা করতে রাজি। কিন্তু মস্কো সেই শর্ত মানতে নারাজ।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এক ধাপ এগিয়ে ব্যক্তিগত বৈঠকের প্রস্তাব দিয়ে পুতিনের উপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। ২০২২ সালে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি একাধিকবার এই ধরনের বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু সাড়া মেলেনি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে জেলেনস্কি ও পুতিনের মধ্যে একমাত্র সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন, "উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্বেষ এতটাই গভীর যে শান্তি উদ্যোগ সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

নাগাল্যান্ডে রাস্তাঘাট প্রকল্পে বিলম্ব: পেখ-এ ছাত্র সংগঠনের অনির্দিষ্টকালীন অবরোধ শুরু

কোহিমা, ১২ মে : জাতীয় সড়কের উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘ বিলম্বের প্রতিবাদে নাগাল্যান্ডের পেখ জেলায় আজ (১২ মে) থেকে অনির্দিষ্টকালীন অবরোধ শুরু করেছে ছাত্র সংগঠন চাকেশাং স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন। কোহিমা-জেসসামি জাতীয় সড়কের প্যাকেজ-২ প্রকল্পের আওতাধীন কিকরুমা অঞ্চলে এই অবরোধ চলছে।

২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কটি পেখ, কিফির, মেলুরি ও কিকরুমা-সহ চারটি জেলার মানুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। তবে, নির্মাণকারী সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং তাদের ঠিকাদার সংস্থা যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ছাত্র সংগঠন।

চাকেশাং স্টুডেন্টস' ইউনিয়নের সভাপতি ফুলো সারা জানান, "রাস্তার গর্ত মেরামত, ভূমিধস থেকে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার, যথাযথ নিকাশী ব্যবস্থা এবং নির্মাণকাজে গতি আনার দাবি জানিয়ে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিক প্রতিবাদ সমাবেশের পরেও কোনও কার্যকর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।"

আগামী বর্ষা মরসুমে রাস্তার বেহাল দশা সাধারণ মানুষের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে সিএসইউ।

অবরোধের আওতায় ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং তাদের ঠিকাদার সংস্থার যানবাহনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আন্দোলন যতদিন না দাবি পূরণ হয়, ততদিন চলবে বলে জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি।

মহাবিশ্বে কত গ্যালাক্সি আছে?

কাজী আকাশ

নাসা - আমাদের পৃথিবীর অবস্থান যে গ্যালাক্সিতে, তার নাম মিল্কিওয়ে। এই গ্যালাক্সির মধ্যেও কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। আছে ধুলাবালি ও গ্যাস। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ১ লাখ আলোকবর্ষ বা ৯.৫x১০[১৭] কিলোমিটার।

প্রচুর গ্যাস, ধূলিকণা এবং কোটি কোটি নক্ষত্রের বিশাল সংগ্রহকে বলা হয় গ্যালাক্সি। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যালাক্সির মধ্যে এই সব কিছু এক সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। গ্যালাক্সিগুলো কোটি কোটি কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। একেকটি গ্যালাক্সি এত বড় যে এর দূরত্ব পরিমাপ করা হয় আলোকবর্ষে।

মহাবিশ্বের যেসব বস্তু অনেক দূরে অবস্থিত, সেগুলোর দূরত্ব বোঝাতে মাইল বা কিলোমিটারের পরিবর্তে আলোকবর্ষ ব্যবহার করা হয়। শুনতে বছর বা সময়ের একক মনে হলেও আলোকবর্ষ মূলত দূরত্বের একক। আসলে এক বছরে আলো যে দূরত্ব যেতে পারে, তা-ই এক আলোকবর্ষ। জানেন নিশ্চয়ই, আলো এক সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তাহলে নিজেই হিসেব করুন তো, আলো এক বছরে কত দূর যেতে পারে? হিসেব করলে মিলিয়ে নিতে পারেন। এক আলোকবর্ষ মানে ৯.৫x১০[১২] কিলোমিটার।

কথা হলো, এরকম কতগুলো গ্যালাক্সি আছে মহাবিশ্বে? সেটাই জানব আমরা। তবে চলুন, আগে একটু জেনে নিই, গ্যালাক্সি আসলে কী? কিংবা কতটা বড় একেকটি গ্যালাক্সি? একটি গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র ছাড়াও আরও কী কী থাকতে পারে, তা আগেই বলেছি। এবার আরেকটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। সেজন্য আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি মিল্কিওয়েতে যেতে হবে।

আমাদের পৃথিবীর অবস্থান যে গ্যালাক্সিতে, তার নাম মিল্কিওয়ে। এই গ্যালাক্সির মধ্যেও কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। আছে ধুলাবালি ও গ্যাস। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ১ লাখ আলোকবর্ষ বা ৯.৫x১০[১৭] কিলোমিটার। আর নক্ষত্র আছে প্রায় ১০০ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটি।

রাতের আকাশে তাকালে দেখা যায়, মিটিমিটি করে অনেক অনেক তারা বা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। সত্যি বলতে, খালি চোখে দুই থেকে পাঁচ হাজারের বেশি তারা দেখা যায় না। এরা প্রত্যেকেই আমাদের সূর্যের মতো একেকটি অগ্নিগোলক। অনেক দূরে বলে এদের এত ছোট দেখা যায়।

আমাদের সূর্যও আর সব তারার মতোই। আর আগেই বলেছি, এরকম প্রায় ১০ হাজার কোটি তারা আছে মিল্কিওয়েতে। পৃথিবী যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তেমনি সূর্যও ঘোরে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে ঘিরে। তবে সূর্য ঠিক বৃত্তাকার পথে ঘোরে না। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভেতরে সূর্যের চলার পথটি খানিকটা তরঙ্গ বা ঢেউয়ের মতো।

অন্ধকার রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে অনেক সময় খালি চোখেই আকাশজুড়ে একটি আলোর পাতলা অস্পষ্ট ব্যান্ড দেখা যায়। ওটাই আসলে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। গ্রামে গেলে এটা সহজেই দেখা যায়। কারণ, গ্রামে শহরের মতো এত আলো নেই। অর্থাৎ আলোকদূষণ কম। খালি চোখে তাকালে মিল্কিওয়েকে পাতলা ব্যান্ডের মতো দেখায়, কারণ আমাদের গ্যালাক্সিটির আকৃতি একটা পাতলা ডিস্কের মতো। আমরা শুধু ডিস্কের কিছু অংশ দেখতে পাই। আমরা যদি এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে তাকাই, তাহলে গ্যালাকটিক কোর নামে একটি উজ্জ্বল অঞ্চল দেখতে পাব। এখানকার নক্ষত্রগুলো অনেক কাছাকাছি থাকে। এ কারণেই ওরকম দেখায়। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সর্পিল বাহু আছে। এরকম সর্পিলাকার বাহুবিশিষ্ট আরও অনেক গ্যালাক্সি আছে মহাবিশ্বে। এ ধরনের গ্যালাক্সিগুলোকে বলে সর্পিলাকার গ্যাল্যাক্সি।

যদিও সব গ্যালাক্সি এরকম নয়। মহাবিশ্বে এমন অনেক গ্যালাক্সি আছে, যেগুলো মসৃণ, ডিম্বাকৃতির আলোর বলের মতো দেখায়। খানিকটা আলো দিয়ে তৈরি ফুটবল বা রাগবি বলের মতো। এগুলোকে আমরা বলি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি। এ ধরনের গ্যালাক্সির বেশিরভাগই শীতল এবং লালচে নক্ষত্রে ভরা। আবার এমন অনেক গ্যালাক্সিও আছে, যাদের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। এগুলোকে অনিয়মিত বা অনিয়ত গ্যালাক্সি বলে। এবারে শুরুর সেই প্রশ্নটিতে ফেরা যাক। মহাবিশ্বে এরকম কতগুলো গ্যালাক্সি আছে? আসলে মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির সংখ্যা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। বলা যায়, প্রায় অসম্ভব। কারণ অনেক গ্যালাক্সি এত ছোট যে আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। তারপরেও বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সির সংখ্যা হিসেব করার একটি কৌশল বের করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা টানা ১১ দশমিক ৩ দিন হাবল স্পেস টেলস্কোপ দিয়ে রাতের আকাশের একটি নির্দিষ্ট অংশ পর্যবেক্ষণ করেন। কাছের এবং দূরের অনেক গ্যালাক্সি থেকে আলো সংগ্রহ করেন টেলিস্কোপের সাহায্যে। মহাবিশ্বের এই ছোট্ট অংশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায় ১০ হাজার গ্যালাক্সির সন্ধান পান। এরপর এই সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে পুরো মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি কত হতে পারে, তা অনুমান করেন। সে হিসেবে দৃশ্যমান মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি থাকার সম্ভাবনা আছে। গুগলে সার্চ করলেও এই সংখ্যাটিই দেখাবে। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ব্যাস প্রায় ৯২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই হিসাব কতটা সঠিক? কিংবা প্রশ্নটা এভাবেও করা যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেবটা এভাবে করলেন কেন? কারণ, মহাবিশ্ব সবদিকে সুষম। অনেক অনেক দূর থেকে যদি আমাদের গ্যালাক্সি যেদিকে, সেদিকে তাকাই; তাহলে মহাবিশ্বটাকে যেরকম দেখাবে, অন্য যেকোনো দিকে তাকালেও একইরকম দেখাবে। তাই মহাবিশ্বের একটি অংশে কী পরিমাণ গ্যালাক্সি আছে, সে হিসাব করে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির হিসেব করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, এমন অনেক গ্যালাক্সি আছে, যেগুলোকে আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি মাথায় রেখেছেন। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, পর্যবেক্ষণ করা যায় না কিন্তু মহাবিশ্বে আছে, এমন গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় দুই ট্রিলিয়নের মতো হতে পারে।

তবে আরও একটি সম্ভাবনা আছে। আসলে সরলভাবে বললে, মহাবিশ্বে ঠিক কতটি গ্যালাক্সি আছে, তা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা কঠিন। কারণ, মহাবিশ্ব ঠিক কত বড়, সেটাই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। নিয়মিত বাড়ছে মহাবিশ্ব। প্রতিমুহূর্তে জন্ম হচ্ছে অসংখ্য গ্যালাক্সির। আবার মহাবিশ্বের এমন অঞ্চলও আছে, যেখান থেকে কোন আলো এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। সেই অঞ্চল সম্পর্কে আমরা আসলে কিছুই জানি না। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, মহাবিশ্ব অসীম হতে পারে। অসীম, তবে নিজের ভেতরে আবদ্ধ। ঠিক একটা বেলুনকে ফোলালে যেরকম মনে হয়, সেরকম। আর গ্যালাক্সিগুলো আছে এই বেলুনের পিঠে। অসীম এই বেলুনটি প্রতিমুহূর্তে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। এ কথার মানেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এরকম হলে মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির সংখ্যাও হতে পারে অসীম।

আধুনিক আলকেমির জন্মকথা

আবুল বাসার

কানাডার মন্টিলে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা। সালটা ১৯০১। পরমাণুর অদ্ভুত কিছু ব্যাপার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে গবেষণা করছিলেন দুই বিজ্ঞানী। নিউজিল্যান্ডের বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক সোডি। হঠাৎ পরীক্ষায় এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁদের চোখে পড়ল। গবেষণাগারে থোরিয়ামের সামান্য কিছু নমুণা রাখা ছিল। কোনো একভাবে সেই মৌলটা রূপান্তরিত হয়ে গেল রেডিয়ামে। অদ্ভুত ব্যাপার! চরম উত্তেজনায় সোডি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'মাই গড! এ তো দেখি ট্রান্সমিউটেশন!' তাঁকে শান্ত করতে পাশ থেকে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড হিসহিস করে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, সোডি, একে ট্রান্সমিউটেশন বলো না। সবাই আমাদের আলকেমিস্ট ঠাউরাবে।'

রাদারফোর্ডের এরকম আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। আসলে এককালে পরশ পাথরের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিল মানুষ। এসব মানুষের বিশ্বাস ছিল, এমন এক রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করা সম্ভব, যার স্পর্শে পারদ বা সীসা মূল্যবান সোনায় পরিণত হবে। কিংবা তা পান করলে মিলবে অমরত্ব। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ নিরন্তর এ চেষ্টা করে গেছে। সেজন্য উদ্ভট সব জাদুবিদ্যা বা তুকতাকের মতো অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রীয় আচার আর অদ্ভুত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এর চর্চাকারীরা। এর কিছু নমুনা পাওয়া যাবে সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর 'শঙ্কুর সুর্বণ সুযোগ' গল্পটিতে (আগ্রহীরা চাইলে পড়ে দেখতে পারেন)। অনেকে সারা জীবনও ব্যয় করেছেন এর খোঁজে। তারা যেন হতে চেয়েছেন রূপকথার সেই কিংবদন্তী রাজা মাইডাসের মতো, যার ছোঁয়ায় সবকিছুই পরিণত হতো মহামূল্যবান স্বর্ণে। কিন্তু হাজারো বছর মাথা কুটেও মেলেনি সেই মহার্ঘ বস্তু কিংবা বিশেষ পদ্ধতি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এদের ভালো চোখে দেখা হয় না। তাই এই পদ্ধতিকে এখন বলা হয় আলকেমি বা অপরসায়ন। আর তার চর্চাকারীদের বলা হয় আলকেমিস্ট বা অপরসায়নবিদ। এই বেলা বলে রাখি, এ শব্দের উৎপত্তি আরবি 'আল কিমিয়া' থেকে। কেমিস্ট্রি শব্দের উৎসও তাই।

যাহোক, মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন মিশর, পারস্য, ভারত, চীন, প্রাচীন গ্রিস, রোম, মুসলিম সভ্যতা ও সবশেষে ইউরোপে এই আলকেমির চর্চা হয়েছে। এমনকি সর্বকালের অন্যতম সেরা পদার্থবিদ আইজ্যাক নিউটনও যে গোপনে আলকেমির চর্চা করতেন, তার সাক্ষীসাবুদও পাওয়া গেছে সম্প্রতি।

একটু আগেই বলেছি, আলকেমিস্টরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে গেছেন, যা দিয়ে কমদামী ধাতুকে (সীসা বা লোহা) মূল্যবান ধাতুতে (যেমন স্বর্ণ) রূপান্তর করা যাবে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ট্রান্সমিউটেশন। বাংলায় বলা যায় রূপান্তর। কিন্তু সে যুগের গ্রিকসহ আরও কিছু সভ্যতায় পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব চারটি উপাদান দিয়ে গঠিত। মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস। অন্যদিকে ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল পঞ্চভূতে। অর্থাৎ আগের চারটি ছাড়াও আরেকটি উপাদানের কথা বিশ্বাস করতেন তাঁরা। সেটি আকাশ!

এ ধারণা পরিবর্তন হয়েছে এই সেদিন। মানে আঠারো শতকের দিকে। বলা চলে, ১৭৮৭ সালের দিকে আধুনিক রসায়নের সূচনা করেন ফরাসি বিজ্ঞানী অ্যান্তোনি ল্যাভোয়েসিয়ে (সত্যি বলতে, তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ আঁতোয়ান লাভোয়াজিয়ে)। তাঁর মতে, ওই চারটি বা পাঁচটি মৌলিক উপাদান যথেষ্ট নয়, বরং আরও বেশি। তাঁর হিসেবে সেই সংখ্যাটি ছিল ৩৩টি। এর মধ্যে কয়েকটি মৌলের আবিষ্কর্তা তিনি নিজেই। সেগুলো দিয়েই মৌলিক উপাদানের একটা তালিকা তৈরি করেন ল্যাভোয়েসিয়ে। তিনি আরও বললেন, কোনো তুকতাক বা ম্যাজিক দিয়ে কোনো উপাদানকে আরেক উপাদানে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে আলকেমিস্টদের ভুল প্রমাণ করেন ল্যাভোয়েসিয়ে।

তাঁর হাতেই আসলে রসায়নের বিপ্লবের সূচনা হয়। কারণ পরের ৮২ বছর তাঁর দেখানো পথেই হাঁটতে শুরু করেন অন্যান্য রসায়নবিদেরা। অবশ্য ল্যাভোয়েসিয়েও পুরোপুরি ভুলের উর্ধে ছিলেন না। তবে শুরু হিসেবে তাঁর দিকনির্দেশনাকে ভালোই বলা যায়। ল্যাভোয়েসিয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুরু হলো নতুন আরেক যুগ। এর মধ্যে আবিষ্কৃত হলো আরও নতুন কিছু মৌল। ১৮৬৯ সালে রুশ রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্দেলিভ তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলগুলোকে বিশেষ ক্রম অনুসারে একটা তালিকায় সাজান। সেই তালিকাটাকে এখন পিরিওডিক টেবিল বা পর্যায় সারণি নামে সবাই চেনেন। মেন্দেলিভ ছাড়াও সে যুগে পর্যায় সারণি তৈরি করেছিলেন আরও কজন বিজ্ঞানী। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে মেন্দেলিভেরটাই ছিল সেরা। সে কারণেই সেটার মৌলিক কাঠামো এখনো এই আধুনিককালেও টিকে আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর বিষয়টা নিয়ে অবাক হন খোদ রাদারফোর্ডও। এই তথ্যটুকুর ওপর নির্ভর করে নতুন এক পারমাণবিক মডেলের প্রস্তাব করেন তিনি। সেটা অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরে ১৯১৩ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে মিলে মডেলটা কিছুটা সংশোধন করেন।

একে বলা যায় মেন্দেলিভের আশ্চর্য কীর্তি। কারণ মৌলের ধাঁধাটা ছিল সে যুগে মাথা ঘোরানো। কিন্তু তার প্রায় আদ্যোপান্ত না জেনেই সমাধানের চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর তালিকায় হাইড্রোজেনকে রাখা হয়েছিল সবার শুরুতে। এরপর পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে বাকি মৌলগুলোকে পরপর সাজাতে থাকেন তিনি (সহজ করে বললে, কোনো পরমাণুর মোট ভরই আসলে পারমাণবিক ভর)। এভাবে সেকালে আবিষ্কৃত সবচেয়ে ভারী মৌল ইউরেনিয়াম স্থান পায় তাঁর তালিকার একদম শেষে। মৌলগুলোকে গ্রুপেও ভাগ করেন তিনি। কলামগুলোতে মৌলগুলোর ধর্মের ভিত্তিতে সাজাতে থাকেন। সে সময়ের জানা কোনো মৌলের ধর্ম যদি ওই প্যাটার্নের সঙ্গে না মিলত, তাহলে জায়গা শূন্য রেখে দিতেন। এরকম তিনটি জায়গা ফাঁকা ছিল তাঁর তালিকায়। ভবিষ্যতে সে মৌলগুলো আবিষ্কৃত হবে বলে অনুমান করেন মেন্দেলিভ। এমনকি সেগুলোর ধর্ম কেমন হবে, তারও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এ ব্যাপারে মেন্দেলিভের অনুমান শতভাগ ঠিক ছিল। কয়েক দশকের মধ্যেই ওই শূন্যস্থান পূরণ হয়। আবিষ্কৃত হয় মৌল তিনটি।

২

বিশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে পরমাণু সম্পর্কে আরও নতুন নতুন ব্যাপার জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গেল, সব বস্তুর মৌলিক গাঠনিক একক পরমাণু। এর আকার মোটামুটি আপনার হাতের তালুর এক বিলিয়ন ভাগ। পরমাণুর ভেতরের বিশেষ একটা কিছুই নির্ধারণ করে দেয় সেটা কোন মৌল হবে। এর পেছনে হেনরি বেকরেল এবং মেরি ও পিয়ের কুরির অবদান বেশ বড়। কারণ তাঁরা পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা করে পরমাণুর গভীরের অনেক রহস্য উন্মোচন করেন। আরও আছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে জে টমসন। তিনি আবিষ্কার করেন পরমাণুর খুদে এক কণা। নাম ইলেকট্রন। সেটা ১৮৯৭ সালের কথা।

এর চার বছর পর কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণুর অদ্ভুত কিছু আচরণ পর্যবেক্ষণ করছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং ফ্রেডরিক সোডি। তাঁদের গবেষণাগারে থোরিয়াম মৌলটা রূপান্তরিত হয়ে রেডিয়ামে পরিণত হয়েছিল। সে ঘটনা তো শুরুতেই বলেছি।

ঘটনাটা আলকেমিস্টদের স্বপ্নের সেই ট্রান্সমিউটেশন ছিল না সত্যি, তবে ছিল নতুন এক বিজ্ঞানের জন্মক্ষণ। এর প্রায় এক দশক পরে, ১৯১১ সালে পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন রাদারফোর্ড। সেটা মূলত পরমাণুকেন্দ্রের অতিখুদে একটা অংশ। এ প্রসঙ্গে পদার্থবিদ আর্নেস্ট লরেন্স বেশ কিছুদিন পর বলবেন, 'পরমাণুর আকৃতি যদি একটা ক্যাথেড্রালের সমান হয়, তাহলে নিউক্লিয়াসের আকার সেখানের একটা মাছির সমান।' তবে লরেন্স উল্লেখ করেননি, ওই খুদে মাছির মধ্যেই গোটা ক্যাথেড্রালের সবটুকু ভর পুঞ্জিভূত থাকে। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিষয়টা নিয়ে অবাক হন খোদ রাদারফোর্ডও। এই তথ্যটুকুর ওপর নির্ভর করে নতুন এক পারমাণবিক মডেলের প্রস্তাব করেন তিনি। সেটা অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরে ১৯১৩ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নীলস বোরের সঙ্গে মিলে মডেলটা কিছুটা সংশোধন করেন। তাতে পরমাণু গহিনের দীর্ঘদিনের ধাঁধার কিছুটা সমাধান পাওয়া গেল। এ মডেল অনুসারে, নিউক্লিয়াসের চারপাশের কিছু কক্ষপথে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন ঘুরপাক খাচ্ছে। খুদে ইলেকট্রন কণাগুলো ঋণাত্মক চার্জবাহী। সেগুলো পার্শবর্তী অন্যান্য পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে। এভাবেই গড়ে উঠে একেকটা অণু। প্রতিটি মৌলের তার আগের মৌলের চেয়ে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেশি থাকতে পারে।

তবে কোনো মৌলের আচার-আচরণ কেমন হবে, তা ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। প্রায় একই সময়ে হেনরি মোসলে নামে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ বিজ্ঞানী পরমাণুর ধাঁধার সমাধান আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এক্স-রে ব্যবহার করে তিনি দেখান, প্রতিটি মৌলের নিউক্লিয়ার চার্জ তার আগের মৌলের চেয়ে এক একক বেশি। এর মানে, নিউক্লিয়াসে এমন কিছু একটা আছে, যা ধনাত্মক চার্জবাহী। আর সেটি নিউক্লিয়াসের ঋণাত্মক চার্জ প্রতিরোধ করে। এই দুইয়ের কাটাকাটিতে পরমাণু থাকে চার্জ নিরপেক্ষ। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এই আবিষ্কারটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা দেখে যেতে পারেননি মোসলে। কারণ এরপরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। তাতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন মোসলে। গালিপোলিতে যুদ্ধের ময়দানে মারা যান। কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মেন্দেলিভের পর্যায় সারণির মৌলগুলোর সজ্জা ব্যাখ্যা করল। এর পাঁচ বছর পর নিউক্লিয়াস রহস্যের চাদর সরিয়ে দেন সেই নিউজিল্যান্ডার। মানে আবারও রাদারফোর্ড।

নিউক্লিয়াস মূলত দুটি কণা দিয়ে গঠিত। এদের একটির নাম প্রোটন। এ কণাটাও প্রথম আবিষ্কার করেন ওই রাদারফোর্ডই। ১৯১৯ সালে। একটা মাত্র প্রোটন দিয়েও একটা পরমাণু গঠিত হতে পারে। যেমন হাইড্রোজেন। এর নিউক্লিয়াসে একটা মাত্র প্রোটন, যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসে দুটো প্রোটন মানে সেটা হিলিয়াম পরমাণু। এভাবে প্রোটন সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে থাকে নতুন নতুন পরমাণু। ৯২টি প্রোটন মানে ইউরেনিয়াম।

কিন্তু এখানে জন্ম নিল আরেকটা ধাঁধার। আগেই বলেছি, প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক। কাজেই নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটনের পাশাপাশি থাকা অসম্ভব। কারণ প্রোটনেরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। চুম্বকের সমধর্মী মেরু বিকর্ষণ করার মতো। কিন্তু তাহলে নিউক্লিয়াস বহাল তবিয়তে টিকে থাকে কীভাবে? তাদের তো ভেঙে যাওয়ার কথা! সেই উত্তরও দিলেন রাদারফোর্ড। তিনি অনুমান করলেন, নিউক্লিয়াসের ভেতর নিশ্চয়ই আরেকটা কণা থাকে, যারা পরমাণুকে একত্রে ধরে রাখতে সহায়তা করে। আরও বললেন, কণাটা প্রোটন আকৃতির হবে এবং তার চার্জ হবে নিরপেক্ষ। তিনি কাল্পনিক এই কণার নাম দিলেন, নিউট্রন।

তাঁর অনুমান খাপে খাপে মিলে গেল ১৯৩২ সালে। অনেক খোঁজাখুজির পর অবশেষে আবিষ্কৃত হলো কণাটা। কাজটা করলেন পদার্থবিদ জেমস চ্যাডউইক। রাদারফোর্ড তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত। তাঁরই সহকারী চ্যাডউইক। লম্বা, পাতলা দেহের মানুষটির নাকটা কাকের ঠেঁটের মতো। অধরা কণাটা শনাক্ত করতে একটানা ১০ দিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করে গেছেন তিনি। প্রতি রাতে ঘুমিয়েছেন মাত্র তিন ঘণ্টা। সেদিন সদ্য আবিষ্কৃত কণাটির সম্পর্কে সহকর্মীদের জানালেন চ্যাডউইক। এরপর দুম করে ঘোষণা করলেন, তিনি ক্লোরোফর্ম নিয়ে একটানা ১৫ দিন ঘুমাতে চান।

যাহোক, নিউট্রন কণা আবিষ্কারের কারণে পারমাণবিক চিত্র এবং পর্যায় সারণির রহস্যগুলো বোঝা সম্ভব হলো। দেখা গেল, প্রোটনের সংখ্যা (পারমাণবিক সংখ্যা নামেও পরিচিত) মৌলের চরিত্র নির্ধারণ করে। কোনো মৌলে যত বেশি প্রোটন থাকবে, তার ধনাত্মক চার্জও হবে তত বেশি। কাজেই তাতে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি থাকবে। অন্যদিকে পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা বাড়া-কমার সঙ্গে একই পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ তৈরি হয়। এদের বলা হয় আইসোটোপ। কোনো পরমাণুতে ছয়টি প্রোটন থাকা মানে সেটা কার্বন পরমাণু। কিন্তু প্রকৃতিতে কার্বন-১২ (এখানে ছয়টি প্রোটন ও ছয়টি নিউট্রন থাকে), কার্বন-১৩ (ছয়টি প্রোটন ও সাতটি নিউট্রন), এমনকি কার্বন-২২ (ছয়টি প্রোটন ও ১৬টি নিউট্রন) পরমাণুও আছে। হালকা মৌলের জন্য আদর্শ ভারসাম্য হলো একটি প্রোটনের জন্য একটি নিউট্রন। কিন্তু মৌল যত ভারী হতে থাকে, তার পারমাণবিক সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। একইসঙ্গে তাকে ভারসাম্যে বা স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজন পড়ে তত বেশি নিউট্রন কণা। কিন্তু তারপরও কিছু মৌল দীর্ঘদিন স্থিতিশীল থাকতে পারে না। নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল হয়ে গেলে সেখান থেকে কিছু কণা ছিটকে বাইরে চলে আসে কিংবা পরিবর্তন হয়ে যায়। এটাই আমাদের কাছে বিকিরণ নামে পরিচিত।

প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে বলা হয় নিউক্লিওটাইড। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রোটন ও নিউট্রনের ৩ হাজার ৩০০টিরও বেশি বিন্যাস আবিষ্কার করেছেন (বিভিন্ন শক্তি দশায়)। এর মধ্যে বেশিরভাগ নিউক্লিয়াসই অস্থিতিশীল। তবে রাদারফোর্ড ও চ্যাডউইকের মতো প্রথম দিকের অগ্রদূতদের কাছে নিউক্লিওটাইডের এত বেশি বিন্যাস ছিল অকল্পনীয়। অবশ্য ইতালির একদল প্রায় দীনহীন বিজ্ঞানীর কারণে একদিন পরমাণুর ভেতরটা তছনছ হয়ে গেল। কারণ তাঁরা সেখানে একটু নাড়া দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন কী ঘটে।

সেই বিজ্ঞানী হলেন এনরিকো ফার্মি, অনেকের কাছে যার পরিচয় 'পোপ অব ফিজিকস' নামে। পরমাণু নিয়ে তাঁর গুরুত্বরপূর্ণ গবেষণা ও আবিষ্কারের কারণে নতুন নতুন মৌল তৈরি করা সম্ভব হলো। মানে সম্ভব হয়েছিল এক মৌলকে আরেক মৌলতে রূপান্তর বা ট্রান্সমিউটেশন, যা ছিল প্রাচীন আলকেমিস্টদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। এক অর্থে বলা যায়, সেটাই ছিল আধুনিক আলকেমির জন্মক্ষণ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্যে পালিত বুদ্ধ জয়ন্তি।

রাজস্থানের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জনজীবন; বন্ধ রয়েছে স্কুল ও বিমানবন্দর

জয়সলমের, ১২ মে : সম্প্রতি ড্রোন হামলা ও রবিবার রাতে রাজস্থানের বেশ কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলায় ব্ল্যাকআউটের ঘটনার পর সোমবার থেকে জনজীবন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। বিকানির, জয়সলমির, বাড়মের এবং শ্রীগঙ্গানগর জেলার সড়কগুলোতে আবারও দেখা গেছে যানচলাচল এবং স্বাভাবিক কার্যকলাপে ব্যস্ত সাধারণ মানুষ। সতর্কতা হিসেবে সোমবার বিকানের, শ্রীগঙ্গানগর, জোধপুর ও বাড়মের জেলার স্কুল, কলেজ ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে এইসব অঞ্চলের চলমান ও নির্ধারিত পরীক্ষাও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।

জোধপুর, জয়সলমের, কিশনগড় (আজমেঢ়) ও বিকানের বিমানবন্দরগুলো ১৫ মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে বর্তমানে এই বিমানবন্দরগুলো থেকে কোনো বিমান চলাচল করা হচ্ছে না।

রবিবার রাতেও কিছু জেলায় ব্ল্যাকআউট কার্যকর ছিল। জয়সলমেরে রাত ৭.৩০ থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত, বিকানিরে রাত ৭টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত, শ্রীগঙ্গানগরে রাত ৭টা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, বাড়মেরে রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ব্ল্যাকআউট কার্যকর ছিল। তবে জোধপুরে কোনো ব্ল্যাকআউট কার্যকর হয়নি।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে যেকোনো সময় পরিস্থিতির অবনতি হলে আবারও ব্ল্যাকআউট কার্যকর করা হতে পারে। প্রশাসন সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকার ও যে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ দ্রুত রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

জয়সলমেরে সোমবার সকালে স্বাভাবিক গতিতে ফেরে জনজীবন। বাজার ও রাস্তা পুনরায় সরব হয়েছে।

বাড়মেরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও দোকানপাট খুলেছে। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে। বিকানিরে পরিস্থিতি শান্ত। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও যানবাহন ও মানুষের চলাচল স্বাভাবিক। শ্রীগঙ্গানগরে রাতের ব্ল্যাকআউট সত্ত্বেও সোমবার সকালে স্বাভাবিক জনচলাচল ছিল, বিশেষ করে চা দোকান ও বাসস্ট্যান্ডে। হনুমানগড়ে আগের ব্ল্যাকআউটের নির্দেশ বাতিল হয়েছে। এলাকায় এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের পর পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে। সব জেলার প্রশাসন ঘনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। আপনার এলাকা থেকে কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখলে অবিলম্বে প্রশাসনকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে জানালেন শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি , ১২ মে : আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্বাণ এই পবিত্র দিনে ঘটেছিল। মহাবোধি বৃক্ষের নিচে, বোধগয়া-য় তিনি বোধি লাভ করেছিলেন। এই দিনটি ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, তিব্বত, কোরিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।

এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ''ভগবান বুদ্ধ করুণার অবতার ছিলেন। অহিংসা, প্রেম ও দয়ালুতা এই মূল্যবোধ মানবকল্যাণের ভিত্তি। তাঁর আদর্শ আমাদের সমতা, সম্প্রীতি ও সামাজিক ন্যায়ের চিরন্তন মূল্যের প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে।''

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেন, ''ভগবান বুদ্ধের বাণী চ্যালেঞ্জিং সময়ে দিশারীর মতো কাজ করে। তাঁর মধ্যমার্গের উপদেশ আজকের বিশ্বে ব্যক্তি এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।''

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, ''সত্য, সমতা ও সম্প্রীতির নীতির ওপর ভিত্তি করে ভগবান বুদ্ধের বাণী মানবতার জন্য পথপ্রদর্শক। ত্যাগ ও তপস্যায় নিবেদিত ভগবান বুদ্ধের জীবন বিশ্বকে করুণা ও শান্তির পথে অনুপ্রাণিত করে চলবে।''

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন বিরাট কোহলি, এক যুগের সমাপ্তি

মুম্বই, ১২ মে : ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং অন্যতম সফল ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। ১৪ বছরের দীর্ঘ টেস্ট কেরিয়ারের সমাপ্তি টেনে কোহলি এই সিদ্ধান্তের কথা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন। বিরাট কোহলির এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতি ঘটল। তিনি ১২৩টি টেস্ট ম্যাচে ৪৬.৮৫ গড়ে ৯২৩০ রান করেছেন। টেস্টে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ভারতীয়দের তালিকায় তিনি এখন চতুর্থ স্থানে রয়েছেনশচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড় ও সুনীল গাভাস্করের পরে।

কোহলি রেকর্ড ৬৮টি টেস্ট ম্যাচে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারত একাধিক ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছে।

এর আগে ২০২৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের জয় অর্জনের পর, তিনি টি-২০ ক্রিকেট থেকেও অবসর নিয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে রোহিত শর্মার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার পরই কোহলির এই সিদ্ধান্ত এল।

ভারতীয় ক্রিকেট জগতে এই ঘোষণা এক আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, কারণ কোহলির অবদান দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী; উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, এনএসএ, সিডিএস ও তিন বাহিনীর প্রধানরা

নয়াদিল্লি, ১২ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির পর দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং পরবর্তী কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা পদক্ষেপ নিয়ে সোমবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধানরা।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দিনেশ কে. ত্রিপাঠি, এবং বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিং। এছাড়া বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রী, আইবি ডিরেক্টর তপন ডেকা ও র'' (ট্রঙ্ড) প্রধান রবি সিনহাও বৈঠকে অংশ নেন।

এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শনিবার যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। পাকিস্তান এই যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করে, কারণ ৭ মে ভারতীয় বায়ুসেনার ৯০ মিনিটব্যাপী জবাবি অভিযানে পাকিস্তানের ১১টি বিমানঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যায়, যেখানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।এই উত্তেজনার সূত্রপাত ঘটে ২২ এপ্রিল, যখন কাশ্মীরের পাহালগামে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের হাতে ২৬ জন পর্যটক নিহত হন। এর জবাবে ভারত ৭ মে পাকিস্তানে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে এয়ার স্ট্রাইক চালায়। পরে পাকিস্তান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানার মাধ্যমে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানালেও ভারতীয় বাহিনী তা সফলভাবে প্রতিহত করে।

ভারত-পাকিস্তান ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক আজ নির্ধারিত রয়েছে, যেখানে যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা এবং উত্তেজনা হ্রাসের বিষয়ে আলোচনা হবে। তার আগে এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার এক অনুরূপ বৈঠকে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন, সীমান্তে যদি গোলাগুলি বা হামলা হয়, তবে যেন পূর্ণ শক্তি নিয়ে জবাব দেওয়া হয়। শনিবার বিকেল থেকে কার্যকর সংঘর্ষ বিরতির পর রবিবার থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর ও পশ্চিম সীমান্তে কোনো বড় ধরনের সংঘর্ষ বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এই স্বস্তিকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ৩২টি বেসামরিক বিমানবন্দর, যেগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল, তা আবার খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় প্রশাসন পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এনআইএ-র বড় সাফল্য: খালিস্তানি চরমপন্থী কাশ্মীর সিং গালওয়াডিকে গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১২ মে : জাতীয় তদন্ত সংস্থা এক বড় সাফল্য অর্জন করেছে। সংস্থাটি কুখ্যাত খালিস্তানি চরমপন্থী কাশ্মীর সিং গালওয়াডিকে গ্রেপ্তার করেছে। কাশ্মীর সিং পাঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা এবং সে ২০১৬ সালে পাটিয়ালার নাভা জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

এনআইএ, বিহার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে বিহারের মোতিহারি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। জেল থেকে পালানোর পর থেকে সে বিদেশে অবস্থানরত বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের জঙ্গি হরবিন্দ সিং সন্ধু ওরফে রিন্দার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে ছিল।

কাশ্মীর সিং রিন্দার নেপালি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। তার বিরুদ্ধে খালিস্তানপন্থীদের আশ্রয় দেওয়া, অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। সে ভারত থেকে নেপালে পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের সাহায্য করত। এর মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাব পুলিশের সতর্কতা সদর দপ্তরে রকেটচালিত গ্রেনেড হামলা চালানো জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার ঘটনাও।

২০২২ সালে, এনআইএ খালিস্তানি গোষ্ঠী ও সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের মধ্যে যোগসাজশ ধ্বংস করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করে।

কাশ্মীর সিংয়ের গ্রেপ্তার সেই অভিযানেরই অংশ। তদন্তে উঠে এসেছে যে, বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল, খালিস্তান লিবারেশন ফোর্স এবং ইন্টারন্যাশনাল সিখ ইয়ুথ ফেডারেশন-এর মতো সংগঠন সীমান্ত পেরিয়ে অস্ত্র, বিস্ফোরক ও বোমা চোরাচালান করে ভারতীয় ভূখণ্ডে হামলা চালাতে চায়।

এই চক্রে কাশ্মীর সিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় এনআইএ-র বিশেষ আদালত তাকে 'ঘোষিত অপরাধী' ঘোষণা করেছিল। তার বিরুদ্ধে একাধিক জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা জারি থাকলেও, এতদিন সে পলাতক ছিল। তার মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দামে ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কাটছাঁটের ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১২ মে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশজুড়ে ওষুধের মূল্য ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশে তিনি শীঘ্রই সই করবেন, যা মার্কিন নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা ব্যয় অনেকটাই কমিয়ে দেবে।

ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ জানান, ''আমেরিকা এখন সেই দামই দেবে, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন মূল্যদানকারী দেশ দেয়।'' তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত মার্কিন ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হতে চলেছে এবং এর ফলে সরকার ট্রিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারবে।

নতুন নীতির আওতায়, আমেরিকায় বিক্রিত প্রিসক্রিপশন ওষুধের দাম বিশ্বের অন্যান্য দেশে নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্যের সমান হবে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ''মোস্ট ফেভার্ড নেশন পলিসি'' প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ওষুধ সরবরাহকারীদের কাছ থেকে সবচেয়ে কম দামে ওষুধ ক্রয় করবে।

ট্রাম্প বলেন, ''আমেরিকানদের বহু বছর ধরে ওষুধের জন্য অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি মূল্য গুনতে হয়েছে, যা অযৌক্তিক। এখন সময় এসেছে এই অবিচার বন্ধ করার।''

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউস মেডিকেয়ার ব্যবস্থার অধীনে কেনা ওষুধের ওপর বড় রকমের ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, যার ফলে প্রবীণ ও প্রয়োজনীয় নাগরিকরা সরাসরি উপকৃত হবেন।তবে এখনো পর্যন্ত ট্রাম্প এই নীতিকে কার্যকর করতে নির্দিষ্ট সময়সীমা বা অর্থায়নের প্রক্রিয়া স্পষ্ট করেননি।

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref- East Agt PS G.D Entry No. 34– dated 06.05.2025

পাশের ছবিটি অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স- আনুমানিক ৪০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, স্বাস্থ্য- মধ্যম, চুল- কালো এবং পরনে কালো রঙের প্যান্ট এবং লাল রঙের টি-শার্ট ছিল। গত ০৬/০৫/২০২৫ ইং তারিখ আগরতলা পৌরনিগম এর গাড়ি দ্বারা গোলবাজার থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) পূর্ব আগরতলা থানা-০৩৮১-২৩২৫৭৭৪

ICA/D-184/25

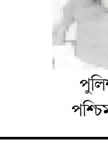

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ় অবস্থান স্মরণ করলেন এনসিপি-এসপি বিধায়করা

মুম্বই, ১২ মে : শরদ পওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি-এসপি দলের বিধায়ক জিতেন্দ্র আওয়াদ ও রোহিত পওয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ পৃথক পোস্টে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে বলার ইন্দিরা গান্ধীর অবস্থানকে তুলে ধরে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণারও কটাক্ষ করেছেন।

এনসিপি-এসপি দলের পরিষদীয় নেতা জিতেন্দ্র আওয়াদ এক্স-এ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি পুরনো সাংবাদিক সম্মেলনের ভিডিও শেয়ার করে লেখেন, ''ইন্দিরা গান্ধী সেই নেত্রী, যিনি আমেরিকাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, 'আমরা আমাদের দেশের নীতি নিজেরাই ঠিক করব। অহেতুক হস্তক্ষেপ করবেন না।' তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছিলেন।''

এনসিপি-এসপি বিধায়ক রোহিত পওয়ার তাঁর পোস্টে বিস্তারিত তুলে ধরেন ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের ভূমিকা। তিনি লেখেন, ''১৯৭১ সালে, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক হিংসা শুরু হয় এবং প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেন।''

তিনি আরও লেখেন, ''তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সপ্তম নৌবহর পাঠান বঙ্গোপসাগরে, পাকিস্তানকে সমর্থনের জন্য। এটি ছিল ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার একটি চেষ্টা। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সেই চাপের কাছে নত না হয়ে, মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকে সাফ জানিয়ে দেন যে, 'আপনারা যদি পাকিস্তানকে থামাতে না পারেন, তবে ভারত নিজে ব্যবস্থা নেবে।' তিনি সেনাপ্রধান স্যাম ম্যানেকশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।''''৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভারতের উপর বিমান হামলা চালালে ভারতও পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা করে। মাত্র ১৩ দিনের মধ্যেই ভারতীয় সেনা পূর্ব পাকিস্তানে নির্ণায়ক বিজয় অর্জন করে এবং ১৬ ডিসেম্বর ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে।'' রোহিত পওয়ার আরও বলেন, ''ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন শুধুমাত্র পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হওয়ার পর। তাই আজও তাঁকে 'আয়রন লেডি' বলা হয়।''

রোহিত পওয়ার তাঁর পোস্টে আরও স্মরণ করিয়ে দেন, ''তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীও ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মান করে 'দুর্গা' বলে অভিহিত করেছিলেন। এটাই ছিল সেই সময়, যখন শাসক ও বিরোধীপক্ষ একে অপরের মহত্ব স্বীকার করতেন এবং কোনো বিশ্বশক্তির সামনে মাথা নত করতেন না।''

ভারত-পাক উত্তেজনার মধ্যে বন্ধ ৩২টি বিমানবন্দর, ধাপে ধাপে খুলছে বিমান চলাচলের পথ

নয়াদিল্লি, ১২ মে: পাকিস্তানে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতীয় সেনার অভিযানের পরই দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে বিমান চলাচলে কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ আকাশপথ বন্ধ রাখা হয়। তবে সোমবার ধাপে ধাপে সেগুলি আবারও চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া।

এয়ারস্পেসে স্বস্তি, ধাপে ধাপে শুরু হচ্ছে পরিষেবা

এদিন এএআই একাধিক বিমানচালকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিমানবন্দর ও রুট পুনরায় চালুর ঘোষণা করেছে। জানা গিয়েছে, মুম্বই ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিওনের অধীনে থাকা মুদ্রা, জামনগর, রাজকোট, পোরবন্দর, কাণ্ডলা, কেশোদ ও ভুজ বিমানবন্দর পুনরায় চালু হয়েছে।

অন্য এক বিমানচালকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, শ্রীনগর, জম্মু, হিন্দন, সারসাওয়া, উত্তারলাই, আওয়ানতিপুর, অম্বালা, কুলু, লুধিয়ানা, কিশনগড়, পাতিয়ালা, শিমলা, কাংড়া, বাথিন্ডা, জয়সলমির, যোধপুর, বিকানের, হালওয়ারা, পাঠানকোট, লেহ এবং চণ্ডীগড় বিমানবন্দরেও বিমান চলাচল পুনরায় চালু করার নির্দেশ এসেছে।

সোমবার ভোরে ভারতীয় বায়ুসেনা জানায়, সীমান্ত এলাকাগুলিতে কোনও ধরনের 'সক্রিয়তা' লক্ষ্য করা যায়নি। 'জম্মু ও কাশ্মীর সহ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর রাত ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ'বলে জানায় আইএএফ। এর পরেই ধাপে ধাপে বিমান চলাচল শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এএআই-এর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'বিমানবন্দর খুলে দেওয়া মাত্রই ফ্লাইট চলবে না। সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনের ফ্লাইট পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে সেটি।' তিনি আরও জানান, রুট চালু হলেও কিছুটা সময় লাগবে ফ্লাইট অপারেশন স্বাভাবিক হতে।

নাগরিক বিমান পরিবহন নিরাপত্তা ব্যুরো-এর নির্দেশ অনুযায়ী, ১৮ মে পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চলছে বিমানবন্দরগুলো। ভিজিটর এন্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ভিজিটর টিকিট বিক্রি বন্ধ রয়েছে। বোর্ডিং গেটেও অতিরিক্ত যাত্রী ও ব্যাগেজ চেক করা হচ্ছে।

যাত্রীদের আগাম সতর্ক করা হয়েছে যেন তাঁরা নির্ধারিত ফ্লাইটের অন্তত তিন ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে পৌঁছান। চেক-ইন বন্ধ করা হচ্ছে ফ্লাইট ছাড়ার ৭৫ মিনিট আগে।

শনিবার পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য তার আকাশপথ খুলে দিলেও ভারতীয় এয়ারলাইন্স ও ভারত-নিবন্ধিত উড়ানগুলোর জন্য এখনো সেই পথ বন্ধ। ফলে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডাগামী ভারতীয় আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলিকে ঘুরিয়ে মুম্বই, আরব সাগর ও মাসকাট হয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বন্ধ রাখা ৩২টি বিমানবন্দরের তালিকায় ছিল আধামপুর, অম্বালা, অমৃতসর, আওয়ানতিপুর, বাথিন্ডা, ভুজ, বিকানের, চণ্ডীগড়, হালওয়ারা, হিন্দন, জয়সলমির, জম্মু, জামনগর, যোধপুর, কাণ্ডলা, কাংড়া, কেশোদ, কিশনগড়, কুলু মানালি, লেহ, লুধিয়ানা, মুদ্রা, নালিয়া, পাঠানকোট, পাতিয়ালা, পোরবন্দর, রাজকোট, সারসাওয়া, শিমলা, শ্রীনগর, থোইসে, উত্তারলাই।

পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে বাকি বিমানবন্দর ও রুট গুলিও ধাপে ধাপে চালু করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। যুদ্ধকালীন উত্তেজনার মাঝে এই ধরণের দ্রুত পদক্ষেপ সাধারণ যাত্রীদের স্বস্তি এনে দিয়েছে।

'অপারেশন সিন্দুর' প্রমাণ করেছে, পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি ভারতের নাগালের মধ্যে : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১২ মে : 'অপারেশন সিন্দুর'-এর সফলতা নিয়ে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ড. সম্বিত পাত্র বলেন, ''এই অভিযান প্রমাণ করে দিয়েছে, পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি ভারতের হাতে পৌঁছনোর আওতায়। এটা শুধু একটি সামরিক অভিযান নয়, বরং ভারতের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বের উদ্দেশে একটি কড়া বার্তা।''

বিজেপি সদর দপ্তরে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে পাত্র বলেন, ''৭ মে পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধসে পড়ে। মাত্র ২৫ মিনিটের অভিযানে বিশ্ব দেখেছে, সন্ত্রাসের ঘাঁটি ধ্বংস করতে ভারত কী করতে সক্ষম।''

২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহালগামে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের হাতে ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর এই অভিযান চালানো হয়। সম্বিত বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই জবাব তার বাস্তব রূপ। এই সংবাদ সম্মেলন শুধুমাত্র তথ্য দেওয়ার জন্য নয়, এটি ভারতের আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ।''

সম্বিত পাত্র দাবি করেন, অভিযানের আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায় ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, যার মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। ''বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্রগুলিও এই পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে,'' বলেন তিনি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পহালগাম হামলার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী সৌদি সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন, যা পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট।

সামরিক পদক্ষেপের পাশাপাশি ভারতের কূটনৈতিক কড়া পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন বিজেপি মুখপাত্র। তিনি বলেন, ''৫০ বছরের মধ্যে প্রথমবার, ভারত সিন্ধু নদী জলচুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তানের প্রায় ৯০ শতাংশ জলচাহিদা এই নদীর উপর নির্ভরশীল। এই জল বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কৃষি ও জিডিপি ২৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পাবে।''

অপারেশন সিন্দুর-এর দুই মূল উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস দমন এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। পাত্র বলেন, ''আমরা শুধুমাত্র পাহাড়ি অঞ্চলের দূরবর্তী জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছি। কোনও সেনা ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু ছিল না। এই হামলায় বেসামরিক কোনও প্রাণহানি হয়নি।'' তিনি জানান, এই অভিযানে নিহত জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আবু জুনদাল ও আবদুল রউফ। বিজেপি মুখপাত্র বলেন, ''এই ভারত এখন আর সীমান্তে থেমে থাকে না। আমরা তাদের হৃদয়ে আঘাত করি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে।''

পাত্র একাধিক ছবি দেখান যেখানে পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তারা সন্ত্রাসবাদীদের জাতীয় পতাকা জড়ানো কফিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, ''এই ছবি গুলোই প্রমাণ করে, পাকিস্তান সরকার ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।'' তিনি আরও জানান, হাফিজ আবদুর রউফ, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ জঙ্গি, তিনিই এই জঙ্গিদের জানাজা নামাজ পড়ান।

সম্বিত পাত্র জোর গলায় দাবি করেন, ''বিশ্বে এই প্রথম কোনও দেশ পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঢুকে তাদের সন্ত্রাস অবকাঠামো ধ্বংস করেছে। অপারেশন সিন্দুর ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের একটি ঐতিহাসিক মোড়।''

হরেকরকম

রোগা হতে চান? রোজ খালি পেটে খান এই পানীয়

রান্নায় এক চিমটি ধনে গুঁড়ো, খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। তবে ধনে কেবল খাবার সুস্বাদুই করে না, পাশাপাশি এতে রয়েছে প্রচুর স্বাস্থ্যগুণ। চিকিতকরা বলছেন, রোজ সকালে খালি পেটে ধনে ভেজানো জল খেতে পারলে অনেক রোগভোগ দূরে থাকবে, আর ওজনও কমবে ঝটপট।

পুষ্টিগুণে ভরপুর ধনে বীজ। এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন কে, সি, এ, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ধনের এই সব গুণই মেটাবলিজম এবং ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

রোজ ধনে ভেজানো জল খেলে মেদ ঝরে, হজমশক্তি বাড়ায়, এমনকি কিডনি রোগও নিরাময় করে। এ ছাড়া, এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান আর্থাইটিসের সমস্যা থেকেও মুক্তি দেয়।

শরীর টক্সিন মুক্ত করে

রোজ সকালে খালি পেটে ধনে ভেজানো জল পানে শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যায়। এই পানীয়তে পাতিলেবুর রস এবং মধু মিশিয়েও খেতে পারেন। এটি চর্বি ঝরাতে সাহায্য করবে।

অ্যালার্জি কমায়

ধনের জলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ রয়েছে। পাশাপাশি খনিজ ভরপুর এই পানীয়তে। রোজ খালি পেটে এই জল পানে ত্বকের জেল্লা বাড়ে। ব্রণ ও ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর হয়। তা ছাড়া, এই পানীয়ে থাকা অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য শরীর থেকে টক্সিন এবং অ্যালার্জেন অপসারণ করতে সাহায্য করে।

শরীর হাইড্রেট করে

ধনে ভেজানো জল শরীর হাইড্রেট রাখে এবং শরীরে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

হজম ক্ষমতা উন্নত করে

খালি পেটে ধনে ভেজানো জল পানে টক্সিন দূর হয় এবং পেট ফাঁপা, গ্যাস্ট্রিক কমে। পাশাপাশি এই পানীয় বিপাকীয় হারের উন্নতি ঘটায়, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। হার্টের জন্য উপকারী

ধনে বীজ রক্তচাপ এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। আর ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। ফলে হার্ট সুস্থ থাকে।

চুল ভাল রাখে

ধনের জলে থাকা ভিটামিন কে, সি এবং এ চুলের ফলিকল শক্তিশালী করে এবং চুল ভাঙা, ডগা ফাটা কমায়।

ধনে জল তৈরির পদ্ধতি

১ টেবিল চামচ ধনে বীজ ১ গ্লাস জলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। সকালে এই মিশ্রণটি একটু ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। এতে লেবুর রস এবং মধু মিশিয়ে পান করুন।

এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিতকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

গরম ভাতে আম-রুই

মাছের রাজা রুই। আর বাঙালির কাছে মাছ মানেই ঝোল, ঝাল, কালিয়া। কাঁচা আম দেখলে আচার কিংবা চাটনির কথাই প্রথম মনে আসে। কিন্তু দু'য়ে মিলেও যে অসাধারণ এক পদ হতে পারে, তা আগে জানা ছিল কি? তাই ঝোল আর অম্বল সব মিশিয়ে গরমের দুপুরে স্বাদবদল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন আম-রুই। কী ভাবে বানাবেন?

রইল তার রেসিপি।

খুদে কি শুয়ে শুয়ে বই পড়ে? কী ক্ষতি ডেকে আনতে পারে এমন অভ্যাস?

উপকরণ

রুই মাছ: ২৫০ গ্রাম, কাঁচা আম: ১টি, আলু: ১টি, টম্যাটো: ১টি, পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ, আদা বাটা: আধ চা চামচ,জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ,লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী,চিনি: সামান্য,সর্ষের তেল: ভাজার জন্য,কাঁচা লঙ্কা: ২টি

বিশেষ পোশাক না পরে শরীরচর্চা করতে পারেন না? তা থেকেও যে বিপদ ঘটতে পারে জানেন?

প্রণালী ১) প্রথমে মাছ ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। ২) মাছ ভাজা হতে হতে আলুর খোসা ছাড়িয়ে লম্বা করে কেটে রাখুন। ৩) খোসা ছাড়িয়ে রাখা কাঁচা আম এবং আলু সেদ্ধ করে নিন। ৪) ভাজা মাছ তুলে নিয়ে, কড়াইয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিন। ৫) এর মধ্যে দিন পেঁয়াজ কুচি। একটু ভাজা হলে আদা বাটা, টম্যাটো কুচি এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। ৬) কষানো হয়ে গেলে হলুদ, জিরে, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিন। ৭) মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে এর মধ্যে সেদ্ধ করা আমের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। ৮) পরিমাণ মতো জল দিয়ে ফুটতে দিন। এই সময়ে স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং সামান্য একটু চিনি দিন। ৯) এ বার ঝোলের মধ্যে ভাজা মাছ এবং আলু দিয়ে আবার কিছু ক্ষণ ফুটতে দিন। ১০) ঝোল ঘন হয়ে এলে উপর থেকে কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

উপকরণ, রুই মাছ: ২৫০ গ্রাম,কাঁচা আম: ১টি,আলু: ১টি,টম্যাটো: ১টি, পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ,আদা বাটা: আধ চা চামচ,জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী,চিনি: সামান্য সর্ষের তেল: ভাজার জন্য, কাঁচা লঙ্কা: ২টি।

পেঁয়াজ খেলেই বাঁচবেন ক্যানসার উচ্চরক্তচাপের মত একাধিক সমস্যা থেকে

পেঁয়াজকে অনেকেই আমিষের তালিকাভুক্ত করেছেন। বাড়িতে যদিন নিরামিষ হয় সেদিন ভুল করেও মুখে পেঁয়াজ তোলেন না। পেঁয়াজ নাকি আঁশ। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁরা রান্নায় পেঁয়াজ খেলেও কাঁচা পেঁয়াজ একেবারেই খান না। কারণ মুখে গন্ধ ছাড়ে। এই পেঁয়াজের একাধিক মহিমা রয়েছে। মুড়িতে সরষের তেলের সঙ্গে কয়েককুচি কাঁচা পেঁয়াজ পড়লে খেতে দারুঁ লাগে।

আবার ম্যাগি থেকে মাংস পেঁয়াজ ছাড়া ভাবাই যায় না। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মুসুরের ডাল বানালে তার স্বাদও হয় আলাদা। গরম ভাতে কাঁচা পেঁয়াজ বা পান্তাভাতের সঙ্গে এক টুকরো কাঁচা পেঁয়াজ খেলে তার উপকারিতা বলে বলে পাবেন। ভারতে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার যতটা চল রয়েছে তা আর অন্য কোথাও নেই। শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাসের কারণেই ভারতীয়রা অনেক রকম রোগের হাত থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারে।

আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা বলছে নিয়মিত পেঁয়াজ খেলে অন্ত্র সুস্থ থাকে। অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়ে। সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, বদহজমের সমস্যা থেকেও খুব সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ খেলে গ্যাস হয়। কিন্তু এই ভাবনা পুরোপুরি ভুল।

আমাদের দেশে যে পেঁয়াজ পাওয়া যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লাল। এছাড়াও সাদা পেঁয়াজও পাওয়া যায়। যদিও এই লাল পেঁয়াজের ঝাঁঝ সবচাইতে বেশি। নিয়মিত ভাবে এই লাল পেঁয়াজ খেলে তার উপকারিতা একাধিক।

বর্তমানে ভীষণ ভাবেই বেড়েছে ক্যানসার। নতুন বছরে প্রায় প্রতি ঘরেই মিলছে আক্রান্তের হদিশ। আগামী কয়েক বছরে এই সংখ্যাটা প্রায় কয়েকগুণ ছুঁয়ে যাবে। ক্যানসার মারাত্মক রোগ তবে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস ঠিক নিয়ম মেনে চললে এবং ঠিকভাবে চিকিতা হলে ক্যানসার এড়ানো সম্ভব। এছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার দিকেও দিতে হবে বিশেষ নজর। সেই তালিকায় রয়েছে পেঁয়াজ।

রক্তচাপ কমাতেও খুব ভাল কাজ করে কাঁচা পেঁয়াজ। রক্তচাপ বাড়লে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা আরও বেশি জোরদার হয়। সেই সঙ্গে কিডনি, লিভারের উপরও চাপ পড়ে। রোজ একটুকরো করে কাঁচা পেঁয়াজে কামড় দিলে এই সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

রোগ-সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে এবং শরীরে প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে রোজ পেঁয়াজ খান। পেঁয়াজে মুখের স্বাদ ফেরে। যে কোনও খাবারের স্বাদও বাড়িয়ে দেয় এই এক টুকরো রেঁয়াজ।

গরমে স্বস্তি পেতে ঘন ঘন কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছেন? শরীরে ক্ষতি হচ্ছে না তো?

গরমকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা ডিহাইড্রেশন। এই সময় অত্যধিক ঘাম হয়ে শরীর থেকে বেশি পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়, ফলে শরীরে জলের ঘাটতি হয়। তাই তো গরমে বেশি করে জল খেতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু শুধু জল খেয়ে স্বস্তি মেলে না। তাই অনেকেই জলের পাশাপাশি বিভিন্ন পানীয়ের প্রতি ঝোঁকেন।

কিন্তু জানেন কি, তীব্র গরমে জলের চাহিদা মেটাতে যে সব পানীয়কে আঁকড়ে ধরছেন, তারাই আপনার শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে? এমন কিছু পানীয় আছে যেগুলি বেশি খেলে শরীর ডিহাইড্রেট হয়ে যেতে পারে। জেনে নিন, ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে কোন কোন পানীয় এড়িয়ে চলবেন।

কফি- সকালে কফির কাপে চুমুক না দিলে ঘুমের রেশ যেন কাটতেই চায় না। আবার, সারা দিনে কাজের ফাঁকে ক্লান্তি দূর করতেও চা বা কফি না খেলে এনার্জি আসে না। কফিপ্রেমী হলে তো দিনে কত কাপ কফি যে খাওয়া হয়ে যায় তার ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু অত্যধিক কফি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত কফি খাওয়ার অভ্যাস শরীরে গ্যাস তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যা ডেকে আনতে পারে। চিকিতকরা জানাচ্ছেন, কফিতে থাকা ক্যাফেইন ডাই-ইউরেটিক বা মূত্রবর্ধক। ফলে বার বার প্রস্রাব পায় এবং শরীর থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল বের করে দেয়। সোডিয়ামের শোষণ কমিয়ে দেয়। ফলে ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পারে।

অ্যালকোহল- যে কোনও ধরনের অ্যালকোহল শরীরে ডিহাইড্রেশন তৈরি করে। অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে ডিহাইড্রেশনের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। অ্যালকোহল মূত্রবর্ধক হিসেবে পরিচিত। ফলে ঘন ঘন প্রস্রাব পায়, পাশাপাশি এটি শরীরের জল ধরে রাখার ক্ষমতাও নষ্ট করে। যার ফলে ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়।

সফ ড্রিঙ্ক- সোডা, কোল্ড ড্রিঙ্ক, ফলের রস এবং এনার্জি ড্রিঙ্কগুলিতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। চিনি থাকার কারণে শরীর থেকে আরও বেশি জল নির্গত হয়, যার ফলে ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পারে।

চা- চা হল মূত্রবর্ধক। শরীরকে ডিহাইড্রেট করে দেয় চা। অত্যধিক চা পানে শরীর থেকে তরল বেরিয়ে যেতে পারে। তাই ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে হলে প্রচুর চা পানের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলও পান করুন। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিতকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

গরমে পেটের গোলমালে ভুগছেন?

অন্নপ্রাশনের পর একটু একটু করে ভাত খাওয়া শেখে খুদে। এক বছর পূর্ণ হলেই খাদ্যতালিকায় পুরোদমে ঢুকে পড়ে ভাত। সেই ভাতের সঙ্গে কখনও ডালের জল আবার কখনও শিঙি মাছের ঝোল থাকে। এই শিঙি মাছের ঝোল বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। এই মাছের মধ্যে থাকা পুষ্টি বাচ্চার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

আর এই মাছের ঝোলে মরশুমি সবজি দিয়ে দিলে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ দু'টোই বেড়ে যায়। কিন্তু শিঙি মাছের ঝোল শুধু যে বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তা নয়। বড়রাও খেতে পারে এই মাছের ঝোল। পেট খারাপ, জ্বর হলেও মুখের রুচি ফিরিয়ে দিতে পারে শিঙি মাছের ঝোল। পাশাপাশি অসুস্থতার মধ্যে শিঙি মাছের ঝোল খেলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনার জন্য রইল শিঙি মাছের ঝোলের রেসিপি।

শিঙি মাছের ঝোলের রেসিপি-

উপকরণ: ৪-৫টি শিঙি মাছ, ২০০ গ্রাম বরবটি, ১টা আলু, ২০০ গ্রাম কাঁচা পেঁপে, ২০০ গ্রাম লাউ, ১ চা চামচ আদা বাটা, ১/২ চা চামচ কালো জিরে, ১ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি, স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং পরিমাণ মতো সর্ষের তেল।

পদ্ধতি: সাধারণত বাজারে জ্যান্ত শিঙি মাছ পাওয়া যায়। সেগুলো বাড়িতে এনে নুন দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। এবার মাছে নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। এই সময় সমস্ত সবজিগুলো মাঝারি আকারে ডুমো ডুমো করে কেটে নিন।

কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। এতে শিঙি মাছগুলো ভেজে তুলে নিন। এবার ওই তেলের মধ্যেই কালো জিরে ও কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিন। এবার সমস্ত সবজিগুলো ভাল করে ভেজে নিন। আলু, বরবটি, লাউ, পেঁপে ভাজার সময় এতে নুন ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেলে এবার এতে আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিন। এবার মশলাটা ভাল করে কষিয়ে নিন। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিন। এবার এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিন। এরপর মিনিট পনেরো ভাল করে মিশ্রণটি রান্না করে নিন। মাছ ও সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। উপর দিয়ে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন শিঙি মাছের ঝোল। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই শিঙি মাছের ঝোল।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি আইসক্রিম

আট থেকে আশি আইসক্রিম খেতে ভালবাসেন কমবেশি সকলেই। উৎসব-অনুষ্ঠানের শেষপাতে হোক কিংবা মনখারাপের দিনে আইসক্রিম সবেতেই জনপ্রিয়। ভ্যানিলা থেকে চকোলেট স্বাদ যা-ই হোক, আইসক্রিম অনেকেরই ভালবাসা। কিন্তু আইসক্রিমের দাম যদি হয় কয়েক লক্ষ টাকা, তা হলে বোধহয় আইসক্রিম খাওয়ার আগে দু'বার ভাবনা ছাড়া গতি নেই।

সম্প্রতি জাপানের একটি আইসক্রিম প্রস্তুতকারী সংস্থা এমনই বহুমূল্য আইসক্রিম তৈরি করেছে। জাপানি ইয়েনে এই আইসক্রিমের দাম ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪০০ টাকা। ভারতীয় টাকায় যার দাম ৫.২ লক্ষ টাকা। আইসক্রিমের উপকরণ শুনে প্রত্যয় হয় যে, স্বাদে লা জবাব হবে। জাপানি সংস্থা ''সিলাটো'' এই আইসক্রিম তৈরির মূল কাণ্ডারি। দাম শুনে স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মিত হয়েছেন আইসক্রিমপ্রেমীরা। কী এমন বিশেষত্ব আছে আইসক্রিমে, যে কারণে দাম আকাশছোঁয়া, তা নিয়েও কৌতূহল জেগেছে অনেকের মনেই। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আইসক্রিম তৈরির প্রধান উপকরণগুলির একটি হল সাদা ট্রাফল। যা এমনিতে বেশ দুষ্প্রাপ্য। সচরাচর পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় ইটালির আলবাতে। দামও অনেক বেশি। এক কেজি সাদা ট্রাফলের দাম ২ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১২ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। আইসক্রিমের উপকরণ শুনে প্রত্যয় হয় যে, স্বাদে লা জবাব হবে। দেখতেও কিন্তু কম লোভনীয় নয়। আইসক্রিমের উপরে চিজের পুরু স্তর। সংস্থাটি জানিয়েছে এই আইসক্রিম তৈরি করতে সময় লেগেছে প্রায় দেড় বছর।

মর্নিং ওয়াকে পছনের দিকে হাঁটুন, উপকারিতা পাবেন

সুস্থ থাকার জন্য চিকিৎসকরা সব সময়ই হাঁটার কথা বলেন। আমরাও প্রায় সবাই সকাল সকাল টি শার্ট, টাউজার ও স্নিকার পরে বেরিয়ে পড়ি হাঁটতে। আমরা সবাই সাধারণত সোজা পথে সামনের দিকেই হাঁটি। তবে জানেন কি, ফিটনেস রুটিনের বাইরে কিছু করলে তার প্রভাব কিন্তু অনেক দ্রুত পড়ে?

যেমন মানসিক ও শারীরিক ফিটনেসের জন্য পেছনের দিকে হাঁটার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। পেছনের দিকে হাঁটলে অবসাদ দূর করে , আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে, ঘুমের সমস্যা থাকে না, পায়ের মাংসপেশির স্ট্রেনথ বা শক্তি বৃদ্ধি পায়, হাড় মজবুত করে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে, হজম শক্তি বা মেটাবোলিজম বাড়ায়। প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে আধাঘণ্টা পেছন দিকে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রথম প্রথম হাঁটতে একটু অসুবিধা হবে তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে ধীরে ধীরে স্পিড বাড়াবেন। অবশ্যই নিরাপদ রাস্তায় হাঁটবেন, কোনো ব্যস্ত রাস্তায় হাঁটবেন না। বিপদে পড়তে পারেন।

ফল ও সবজি রাসায়নিক মুক্ত করুন ঘরোয়া উপায়ে

বাজারের বেশিরভাগ ফলমূল, শাকসবজি কীটনাশক ও রাসায়নিক ভরপুর। যা মানব দেহের জন্য মোটেই ভাল নয়। এ কথা আমরা জানা সত্ত্বেও, রোজকার খাদ্যতালিকায় রাখা ছাড়া উপায় নেই। কারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়তে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে খেতেই হবে সবজি ও ফল। কিন্তু কেমিক্যাল-যুক্ত ফলমূল খেলে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে।

তাহলে উপায়?

ফল, সবজির কীটনাশক ও রাসায়নিক দূর করতে কেবল জলে ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি আরও কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। জেনে নিন, ফলমূল কেমিক্যাল মুক্ত করার কিছু সহজ উপায়। ধুয়ে ফেলুন ফল ও সবজির গায়ে লেগে থাকা ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করতে প্রথমেই ভাল ভাবে জলে ধুয়ে ফেলুন। আলুর মতো সবজি এবং সবেদার মতো ফলের গায়ে অনেক সময় ময়লা আটকে থাকে। তাই খাওয়ার আগে অবশ্যই ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন।

নুন জল- নুন জলে ফল ও সবজি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। তার পর আবার পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন। এতে সবজির গায়ে লেগে থাকা ধুলো-ময়লা, রাসায়নিক ও কীটনাশক পরিষ্কার হবে। তাছাড়া, লবণ ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে পারে।

খোসা ছাড়ানো- ফল ও সবজির খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া সবচেয়ে ভাল। এতে গায়ে লেগে থাকা ময়লা তো দূর হয়ই, পাশাপাশি ফল ও সবজির উপর স্প্রে করা রাসায়নিকও দূর হয়।

পাতিলেবুর রস- পাতিলেবুর রস জলে মিশিয়ে ফল ও সবজি ধুয়ে নিন ভাল ভাবে। এই মিশ্রণ ব্যবহারে সবজিতে উপস্থিত জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হবে। বাড়িতে স্প্রে তৈরি করুন খাবারের রাসায়নিক এবং কীটনাশক দূর করার অন্যতম কার্যকর উপায় এটি। একটি বাটিতে পাতিলেবুর রস, বেকিং সোডা এবং জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ফল এবং সবজিতে এই মিশ্রণটি স্প্রে করে নিন। ১০ মিনিট পর জলে ধুয়ে ফেলুন।

হলুদ জল- হলুদ হল খাবারে লেগে থাকা ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়া দূর করতে পারে। জলে ১ চা চামচ হলুদ গুলে, এই মিশ্রণে ফল ও সবজি ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাবেন।

সাদা ভিনেগার- রাসায়নিক দূর করার অন্যতম সমাধান হল - ভিনেগার মিশ্রিত জলে ফল ও সবজি ডুবিয়ে রাখা। একটি বড় পাত্রে জল নিয়ে ১ চা চামচ সাদা ভিনেগার মিশিয়ে তাতে ফল ও সবজি ২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। তার পরে কলের জলে আবার ধুয়ে ফেলুন। ভিনেগার রাসায়নিক ও কীটনাশক কিছুটা হলেও অপসারণ করতে পারে।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী বানিয়ে ফেলুন ফেস টোনার

বিশেষজ্ঞদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, স্কিন কেয়ার কেমন হওয়া উচিত? তার উত্তর হবে - অর্থাত ক্লিনজার টোনার ময়েশ্চারাইজার। মুখ পরিষ্কার করতে ক্লিনজার আর ত্বককে ভাল রাখতে ময়েশ্চারাইজার প্রায় সকলেই ব্যবহার করেন। কিন্তু টোনারের উপর কি একই গুরুত্ব দেন? মুখ পরিষ্কার করার পর ত্বকের পিএইচ স্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তখনই কাজে আসে টোনার। মুখ ধোয়ার পর ত্বক টোনার বুলিয়ে নিলে এটি ত্বকের পিএইচ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখে, ওপেন পোরসগুলো পরিষ্কার করে দেয়। ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং ত্বকের সতেজতা ধরে রাখে টোনার। বাজারে একাধিক নামীদামি ব্র্যান্ডের টোনার পাওয়া যায়। ত্বকের ধরন অনুযায়ীও টোনার পাওয়া যায়। বেশিরভাগ টোনার ত্বকের উপর অ্যাস্ট্রিজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া টোনারের মধ্যে অ্যালকোহলও থাকে। কিন্তু ত্বকের উপর ঘন ঘন অ্যালকোহলের প্রয়োগ ভাল নয়। তাই বাজারচলতি টোনার ব্যবহারের বদলে বাড়িতে বানিয়ে নিন টোনার। কীভাবে বাড়িতে টোনার বানাবেন, রইল টিপস।

শুষ্ক ত্বকের টোনার- ১/২ শসা মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার ওই পেস্ট ছেঁকে শসার রস বের করে নিন। এর সঙ্গে ১ চামচ অ্যালোভেরা জেল এবং ২ চামচ জল মিশিয়ে নিন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। এবার এই টোনারটা ফ্রিজে রেখে দিন। প্রতিবার মুখ ধোয়ার পর ব্যবহার করুন এই ফেস টোনার। নরম্যাল স্কিনের জন্য টোনার- ১ কাপ জলে একটি ক্যামোমাইলে চায়ের ব্যাগ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। চা তৈরি হয়ে গেলে এর সঙ্গে ১ চামচ মধু এবং ২-৬ চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে নিন। মধুটা জলের সঙ্গে মিশে ভাল অবধি ভাল করে মিশ্রণটা নাড়িয়ে নিন। তারপর স্প্রে বোতলে ভরে ব্যবহার করুন টোনার। তৈলাক্ত ত্বকের টোনার- ১ কাপ জলে একটি গ্রিন টিয়ের ব্যাগ ডুবিয়ে চা বানিয়ে নিন। এবার এর সঙ্গে বেদানার রস মিশিয়ে নিন। বাকি স্প্রে বোতল ভরে নিন জল দিয়ে। তৈরি টোনার। এই টোনার যেমন আপনার মুখ থেকে অতিরিক্ত তেল দূর করে দেবে, তেমনই বেদানার রস জেল্লা বাড়িয়ে তুলবে।

সোমবার আগরতলায় কালবৈশাখির তান্ডবে একটি দৃশ্য।

বেলুচিস্তানে ৫১টিরও বেশি স্থানে ৭১টি বড় হামলার দায় স্বীকার করল বেলুচ লিবারেশন আর্মি

ইসলামাবাদ, ১২ মে: বেলুচ লিবারেশন আর্মি জানিয়েছে, তারা বেলুচিস্তানে ৫১টিরও বেশি স্থানে ৭১টি বড় আকারের হামলা চালিয়েছে।

সংগঠনটি এক বিবৃতিতে দাবি করেছে যে এই হামলাগুলি তথাকথিত ''অধিকৃত বেলুচিস্তান''-এ চালানো হয়েছে এবং এগুলি দীর্ঘদিন ধরে চলা স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অংশ।

বেলুচ লিবারেশন আর্মি -র মুখপাত্র জিন্দ বেলুচ বলেন, এই হামলাগুলি শুধু ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে নয়, বরং ভবিষ্যতের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি এবং কৌশলগত তৎপরতার মূল্যায়নের জন্য পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক কনভয়, গোয়েন্দা কেন্দ্র এবং খনিজ পরিবহন কার্যক্রমকে লক্ষ্য করে এই হামলাগুলি সংঘটিত হয়েছে।

সংগঠনটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় অভিযোগ করে বলেছে, ''পাকিস্তান শুধুমাত্র বৈশ্বিক সন্ত্রাসীদের জন্মস্থানই নয়, বরং এটি লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মোহাম্মদ এবং আইএসআইএস-এর মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির রাষ্ট্রপোষিত কেন্দ্র।'' তারা আরও দাবি করেছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মূল মদতদাতা।

বেলুচ লিবারেশন আর্মি তাদের বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে, তারা কোনও বিদেশি শক্তির 'প্রক্সি' নয়। ''আমরা কোনো শক্তির মোহরা নই এবং আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন,'' মন্তব্য করেছে সংগঠনটি।

তারা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করে বলেছে, অঞ্চলটিতে বড় পরিবর্তনের সময় এসেছে।

পাকিস্তানের 'শান্তি প্রচার' কৌশলকে ''ধোঁকা ও সাময়িক ছলনা'' বলে উল্লেখ করে বেলুচ লিবারেশন আর্মি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষত ভারতকে সতর্ক করেছে, যাতে তারা ইসলামাবাদের ভ্রান্ত বার্তায় বিভ্রান্ত না হয়। সংগঠনটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও ভারতের প্রতি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''যদি বিশ্ব, বিশেষ করে ভারত, আমাদের সমর্থন করে, তবে বেলুচ জাতি পাকিস্তান নামক সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে।''

বেলুচ লিবারেশন আর্মি বলেছে, এই সহায়তা শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং স্বাধীন বেলুচিস্তানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, ''যদি পাকিস্তানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠবে।''

বিশ্বনাথ পঞ্চায়েত নির্বাচন: জয়জয়কার বিজেপির, ১২টি জিলাপরিষদ আসনে সম্পূর্ণ দখল

বিশ্বনাথ, ১২ মে: সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিশ্বনাথ জেলায় বিজেপি ব্যাপক জয়লাভ করে, জেলাটিতে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। রবিবার শুরু হওয়া ভোটগণনা সোমবার পর্যন্ত চলতে থাকে, এবং ফলাফলে দেখা যায়, জেলায় স্থানীয় স্বশাসনের সব স্তরে বিজেপির বিপুল সাফল্য।

জিলাপরিষদ নির্বাচনে বিজেপি সবকটি ১২টি আসনেই জয় লাভ করে যার মধ্যে ১১টি সরাসরি নির্বাচনে এবং একটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে। এর মাধ্যমে জেলাটির শীর্ষস্থানীয় গ্রামীণ প্রশাসনিক স্তরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে আসে বিজেপির হাতে।

আঞ্চলিক পরিষদ স্তরেও বিজেপি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ৭৩টি আসনের মধ্যে ৩৬টি তারা সরাসরি নির্বাচনে এবং ২৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস মাত্র তিনটি আসনে ও অসম গণ পরিষদ চারটি আসনে জয় পায়। একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্বাচিত হন।

নবনির্বাচিত জিলাপরিষদ সদস্য গণেশ বাসওয়ার, যিনি ১১,৫৫৬ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন, বলেন, ''এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সুশাসনের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া।''

তিনি জানান, প্রতি দুই মাসে একবার করে নিজের ওয়ার্ড পরিদর্শন করে জনগণের সমস্যার কথা শুনবেন। অপর বিজয়ী প্রার্থী প্রনোদীপ্ত রাজখোয়া, যিনি ১৩,৭৪৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন, বলেন, ''জনগণ উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছেন। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে তাঁদের সমস্যা অফিসে নয়, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে শোনা হবে।''

ডিপালি দেবী, যিনি এবার নির্বাচিত হয়েছেন, জানান, ''নারীদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের জন্য আমি বিজেপি নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই। এই উদ্যোগের ফলে আমরা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জনজীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ।''

এই ফলাফল বিশ্বনাথ জেলার তৃণমূল স্তরে বিজেপির নীতির প্রতি জনগণের সুস্পষ্ট সমর্থন প্রকাশ করে। প্রায় সব আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়জনক হওয়া এটি প্রমাণ করে যে দলটি স্থানীয় স্তরে অত্যন্ত সংগঠিত এবং জনপ্রিয়।

২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র গড়তে যুবসমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ: কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাড়সে

পাটনা, ১২ মে: কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাড়সে জানিয়েছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশের যুবসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পাটনায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, তাঁর মন্ত্রক যুবসমাজকে জাতি গঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে 'মাই ভারত ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম', 'পদযাত্রা', 'ইউথ কানেক্ট' এবং 'মাই ভারত পোর্টাল'-এর মতো একাধিক কর্মসূচি চালু করেছে এবং তা আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

রক্ষা খাড়সে আরও বলেন, দেশের বর্তমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ ও মানসিক চাপের প্রেক্ষাপটে যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি যুবকদের আহ্বান জানানতারা যেন একটি উন্নত ভারতের নির্মাণে এগিয়ে আসে এবং জাতির কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

অবৈধ সম্পর্কের পরিণাম, অটোতে নবজাতককে ফেলে পালালেন যুগল; কর্ণাটকে এক ব্যক্তির জেল, মহিলাকে পাঠানো হল রিহ্যাবে

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : বেঙ্গালুরুর বাইতারায়নপুরা থানার অধীনে কেঙ্গেরি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোরিকশায় ১৫ দিনের এক নবজাতক কন্যা সন্তানকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় এক যুগল।

ঘটনার তদন্তে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই যুগল অবৈধ সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। পুরুষটিকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে এবং মহিলাকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে, কারণ তিনি মাদকাসক্ত।

ঘটনাটি ঘটে ২৪ এপ্রিল। কেঙ্গেরির এটিটিসি কোয়ার্টারসের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি অটোরিকশার ভেতরে একটি নবজাতককে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ শিশু কল্যাণ আধিকারিকের সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে।

তদন্তে পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখতে পায়, এক যুগল নবজাতকটিকে অটোর পেছনের সিটে রেখে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান। পরে জানা যায়, ওই যুগল বেঙ্গালুরু থেকে রাজ্য পরিবহণ নিগমের একটি বাসে করে মাদিকেরির উদ্দেশে রওনা দেন। পুলিশ তাঁদের সন্ধান করে ভিরাজপেট শহর থেকে আটক করে।

পুরুষটি পি. আপ্পান্না (৪৩), একজন কফি বাগানের মালিক। মহিলা, যিনি ৩০ বছর বয়সী, একজন বিধবা এবং তাঁর একটি সন্তান রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা তাঁদের অবৈধ সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন।

তদন্তে জানা যায়, ওই নবজাতক কন্যা তাঁদের অবৈধ সম্পর্কের পরিণাম। শিশুটির ঠোঁটে জন্মগত বিকৃতি ছিল। তাঁরা দু'জনেই শিশুটিকে নিজের কাছে রাখতে চাননি। সেই কারণেই ভিরাজপেট থেকে বেঙ্গালুরু এসে কেঙ্গেরি স্যাটেলাইট বাস স্টপের কাছে একটি দাঁড়িয়ে থাকা অটোতে নবজাতকটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

আপ্পান্নাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। মহিলাকে, যিনি মদ্যপানে আসক্ত, একটি রিহ্যাব সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

নবজাতকটিকে ভানী বিলাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে শিশু কল্যাণ কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নবজাতকটি সুস্থ আছে এবং ভবিষ্যতে তার নিরাপত্তা ও দত্তক সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শিশু কল্যাণ কমিটির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মাঝেই জয়পুর ও ইন্দোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বোমা হামলার হুমকি

জয়পুর ও ইন্দোর, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সোমবার দুটি বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বোমা হামলার হুমকির ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। জয়পুরের সাওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম ও ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়াম এই হুমকির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

জানা গেছে, প্রথম হুমকিটি আসে রাজস্থান রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের অফিসিয়াল ইমেইলে। এরপরই তড়িঘড়ি করে পুলিশ ও বোম্ব নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং স্টেডিয়াম খালি করে তদন্ত শুরু করে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ললিত শর্মা জানান, ''হুমকির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে। বোম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।''

প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহের মধ্যে এটি জয়পুর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়বারের মতো বোমা হুমকি। এর আগেও একটি ইমেইলের মাধ্যমে এমনই হুমকি আসে এবং তখনো স্টেডিয়াম খালি করে তদন্ত শুরু করা হয়।

রাজস্থান রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি নীরজ এ. পবন জানান, ''আমরা একটি ইমেইলের মাধ্যমে হুমকি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সেটি পুলিশ কমিশনারের দফতরে পাঠানো হয় এবং বোম্ব স্কোয়াড এসে তদন্ত শুরু করে। স্টেডিয়াম পুরোপুরি খালি করে দেওয়া হয়েছে।''

অন্যদিকে, জয়পুরের ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে হোলকার স্টেডিয়ামে আসে একই ধরনের হুমকি ইমেইল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমপিসিএ) অফিসে ইমেইলের মাধ্যমে এই হুমকি আসে। তুকোগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র সিং যাদব বলেন, ''এমপিসিএ'' অফিস থেকে আমাদের জানানো হয় যে তারা হোলকার স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া একটি ইমেইল পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্টেডিয়াম খালি করে তদন্ত শুরু করেছি।'' তিন দিনের মধ্যে এটি ইন্দোর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়বারের মতো এমন হুমকির ঘটনা।

উল্লেখযোগ্য যে, এর আগেও ৭ এপ্রিল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল ম্যাচ চলাকালীন একই ধরনের বোমা হুমকি এসেছিল। সেই সময়ও তড়িঘড়ি করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল এবং যদিও কোনো বিস্ফোরক মেলেনি, তবুও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে জয়পুর ও ইন্দোর স্টেডিয়াম ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পুলিশ পুরো বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করছে।

৪০ মিনিট দেরি কল্যাণ লেডিস স্পেশাল ট্রেন, চলন্ত ট্রেনের বাইরে ঝুলে থাকলেন মহিলারা

মুম্বাই, ১২ মে : মুম্বাইয়ের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত লোকাল ট্রেন এক ভয়াবহ ঘটনার কারণে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কল্যাণ থেকে মুম্বই সিএসটি অভিমুখে আসা লেডিস স্পেশাল ট্রেন চলাকালীন সময় মহিলা যাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের বাইরের দিক থেকে ঝুলে আছেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে, যখন কল্যাণ লেডিস স্পেশাল ট্রেন ৪০ মিনিট দেরিতে আসে। ফলে প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের ভেতর অতিরিক্ত ভিড় জমে যায়। ভিড় সামাল দিতে না পেরে বহু মহিলা যাত্রী বাধ্য হয়ে ট্রেনের দরজায় ঝুলে যাত্রা করেন।

ভিডিওটি শেয়ার করে মুম্বই রেলওয়ে ইউজারস নামক একটি এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে লেখা হয়, ''আজকের কল্যাণ লেডিস স্পেশাল ৪০ মিনিট দেরি করে আসে। ফলে মহিলা যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দরজায় ঝুলে যাত্রা করতে হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ একে বিপজ্জনক বলে, কিন্তু দেরি থামে না।'' ভিডিওতে একজন মহিলা চিৎকার করতে শোনা যায়, আরেকজন ক্যামেরা দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন। এই ঘটনা ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে উদ্বেগ ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ: মার্কিন মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি, সোমবার সামরিক পর্যায়ে বৈঠকের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি/ইসলামাবাদ, ১২ মে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা প্রশমনে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে, যা রবিবার রাত পর্যন্ত বজায় ছিল। দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে প্রায় চার দিনব্যাপী তীব্র গোলাগুলি ও আকাশপথে হানার পর এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে। সোমবার এই যুদ্ধবিরতির সূক্ষ্ম দিকগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য দুই দেশের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

গত শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ''এত প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল যে, এখনই আগ্রাসন থামানোর সময়।'' এরপর থেকেই উভয় দেশ গোলাগুলি বন্ধ রেখেছে, যদিও তারা সতর্ক রয়েছে এবং যুদ্ধবিরতি ভাঙলে কড়া জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে।

যুদ্ধবিরতির পর ভারত সোমবার জানিয়েছে, তারা ৩২টি বিমানবন্দর পুনরায় সাধারণ নাগরিকদের জন্য খুলে দিচ্ছে, যা আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ছিল নিরাপত্তাজনিত কারণে।

গত সপ্তাহে চার দিনের সংঘর্ষে উভয় পক্ষই বেশ কিছু প্রাণহানির কথা জানিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক গোলাবর্ষণের ফলে বেসামরিক ও সামরিক উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে বিমান হানা ও ড্রোন হামলার অভিযোগ করেছে।

সাম্প্রতিক এই উত্তেজনার সূচনা হয় ২২ এপ্রিল ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরের পাহালগাম উপত্যকায় এক প্রাণঘাতী জঙ্গি হামলার পর, যেখানে ২৬ জন নিহত হয়। ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানভিত্তিক এক জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করে, যদিও ইসলামাবাদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

৭ মে ভারত জানায়, তারা পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে নয়টি টার্গেট হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে ছিল জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির ও সামরিক স্থাপনা। ভারতীয় বাহিনী আরও দাবি করে, পাকিস্তানের ৩৫-৪০ জন সেনা লাইন অফ কন্ট্রোলে নিহত হয়েছে এবং পাকিস্তানের অন্তত ১১টি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে, যার একটি ছিল রাজধানী ইসলামাবাদের কাছে রাওয়ালপিন্ডিতে।

পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা ভারতের প্রায় ২৬টি সামরিক স্থাপনায় আঘাত হেনেছে এবং তাদের ড্রোন ভারতের রাজধানী দিল্লির আকাশসীমায় নজরদারি চালিয়েছে। পাকিস্তান আরও জানায়, তারা ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, যার মধ্যে তিনটি ফরাসি রাফালে বিমান রয়েছে। তবে ভারত এই দাবি অস্বীকার করেছে বা এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করেনি। ভারত জানিয়েছে, 'যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষতি স্বাভাবিক'।

পাকিস্তান অস্বীকার করেছে যে তাদের হেফাজতে কোনও ভারতীয় পাইলট ছিল। ভারতও বলেছে, ''আমাদের সব পাইলট দেশে ফিরে এসেছেন।''

দুই দেশের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হলেও সামরিক ও কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সতর্ক করছেন যে, যেকোনও সময় পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সোমবারের সামরিক পর্যায়ের বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস: আসামের আইসেংফা গোগোই ৫৫ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করে গড়লেন জাতীয় রেকর্ড

রাজগীর, বিহার, ১২ মে: খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস ২০২৫-এ রবিবার ৫৫ কেজি বিভাগে আসামের ১৭ বছর বয়সী ওয়েটলিফটার আইসেংফা গোগোই স্বর্ণপদক জয় করে নতুন জাতীয় যুব রেকর্ড গড়েছেন। রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় তিনি মোট ১৮৩ কেজি (৮১ কেজি স্ন্যাচ, ১০২ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জার্ক) উত্তোলন করেন, যা পশ্চিমবঙ্গের কোয়েল বার-এর ১৮২ কেজি জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দেয়। কোয়েল এই রেকর্ড গড়েছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দোহা-তে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে।

আইসেংফা গোগোই, যিনি ২০২৩ সাল থেকে লখনউয়ে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ কোচ রাহুল শর্মার অধীনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, খেলো ইন্ডিয়া-তে এটাই তার প্রথম স্বর্ণপদক। গত বছর চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া গেমসে তিনি পদক পাননি।

এবার তিনি স্ন্যাচ বিভাগে ৭৫ কেজি দিয়ে শুরু করে ৭৯ ও ৮১ কেজি তুলেন। এই ৮১ কেজি উত্তোলনের মাধ্যমে তিনি ওড়িশার মিনা সান্তার বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপে তৈরি রেকর্ড স্পর্শ করেন। মিনা এদিন ১৭৭ কেজি (৮০;৯৭) উত্তোলন করে রূপা জিতেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের হেমা শ্রী করাঙ্গি ১৬৪ কেজি (৭২;৯২) উত্তোলন করে ব্রোঞ্জ লাভ করেন।

আইসেংফা বলেন, ''এটা আমার প্রথম খেলো ইন্ডিয়া সোনার পদক। আমার কোচ, বাবা-মা এবং এসএআই লখনউ সেন্টারকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখন কমনওয়েলথ ইউথ চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়েছি।''

আইসেংফা জানিয়েছেন, তাঁর বাবা দীপজ্যোতি গোগোই একজন প্রাক্তন পাওয়ারলিফটার, যিনি খেলোয়াড় হিসেবে রাজ্য পর্যায়ে না খেললেও ঘরে প্র্যাকটিস করতেন। সেই থেকেই আইসেংফার অনুপ্রেরণা। বর্তমানে দীপজ্যোতি শিবসাগরের কারুলাকালিয়া গ্রামে একটি ছোট টেন্ট হাউস ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং মা নবানীতা একজন গৃহবধূ।

আইসেংফা বলেন, ''আমি ছোটবেলায় বাবাকে দেখে শক্তিশালী হতে চেয়েছিলাম। সেই থেকেই ওয়েটলিফটিং শুরু করি ১৩ বছর বয়সে।''

তিনি আরও জানান, ''আমি কহলই একটা ছোট ইনজুরি থেকে ফিরছি, তাই পদক জেতার আশা করিনি। আমি একজন খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলিট , যার মাধ্যমে প্রতি মাসে ১০,০০০ স্টাইপেন্ড পাই। এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার সুযোগ দেয়।''

পাঞ্জাবের সুনীল সিং ৬১ কেজি বালক বিভাগে মোট ২৩৮ কেজি (১০৮;১৩০) উত্তোলন করে সোনা জিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনিক মোদী ২৩২ কেজি (৯৭;১৩৫) উত্তোলন করে রূপা এবং তামিলনাড়ুর জয়ানোভরাজ জে. ২৩১ কেজি (১০৪;১২৭) তুলে ব্রোঞ্জ জয় করেন।

৬৭ কেজি বালক বিভাগে মহারাষ্ট্রের ইয়াশ খান্ডাগালে ২৬৭ কেজি (১২২;১৪৫) উত্তোলন করে সোনা পান। অসমের অভিনব গোগোই (১১৬;১৩৫) ২৫১ কেজি উত্তোলন করে রূপা এবং হরিয়ানার সামির খান (১০৯;১৩২) ২৪১ কেজি উত্তোলন করে ব্রোঞ্জ লাভ করেন। সামিরও সাই লখনউয়ের এক প্রশিক্ষণার্থী।

সোমবার আগরতলায় নার্শ ডে উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

মধ্যস্থতা নয়, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরানোই লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ১২ মে।। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত বরাবরই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে এসেছে। তাই এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয় ভারত। ভারতের লক্ষ্য, পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে নিজের দখলে নেওয়া। পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার বিষয় হতে পারে একমাত্র সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা নিয়ে। রবিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে ভারতকে মধ্যস্থতার যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাকে উড়িয়ে দিয়ে এরকম কথাই ভারত জানিয়েছে বলে সূত্রের খবর।শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্পই ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির কথা জানিয়েছিলেন সারা বিশ্বকে। এরপর রবিবার তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কথা বলে সেই সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন বলে ভারতকে জানিয়েছেন।উল্লেখ্য, ভারত বরাবরই বলে আসছে যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং এই বিষয়ে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ভারত মানবে না। ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে একমাত্র আলোচনা করতে চায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ইস্যুতে এবং জঙ্গি হস্তান্তর নিয়ে। সুতরাং জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বা অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানতে রাজি নয় ভারত। কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করে রেখেছে, তাকেও ফেরাতে চায় ভারত। প্রসঙ্গত শনিবার ভারত-পাক দু'পক্ষের সম্মতিতে সংঘর্ষ বিরতির কথা বলা হলেও তার তিনঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ফের হামলা চালানো হয় জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায়।

কুলগামের একাধিক জায়গায় অভিযান এসআইএ-এর

নয়াদিল্লি, ১২ মে।। সংঘর্ষবিরতির মধ্যেই রবিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়েছেন স্টেট ইনটেলিজেন্স এজেন্সি (এসআইএ)। ২২ এপ্রিল পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার তদন্তে নেমেছে আধিকারিকরা। এ দিন কুলগামের একাধিক জায়গায় জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান চালানো হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে গত ২২ এপ্রিল জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল ২৬ জনের। এরপরই অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুড়িয়ে দেয় ভারত। এরপরই থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়। হামলা পাল্টা হামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে দুই দেশের পরিস্থিতি। এরই মধ্যে শনিবার কয়েকদিনের জন্য সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ। যদিও শনিবার রাতে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। তবে গত কয়েকদিনের তুলনায় শনিবার রাতে মোটের উপর শান্ত ছিল সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর এলাকা। এরই মধ্যে পহেলগাম কাণ্ডে জড়িত জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে এসআইএ।

নিহত পর্যটকদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সেদিন পহেলগামে ৫—৬ জন জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকেও ধরা সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে স্থানীয়দের মদত ছাড়া এত বড় হামলা চালানো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তদন্তে নেমে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। উপত্যকায় তাঁরা কাদের সাহায্য পেয়েছিল সেই বিষয়ও জানতে চাইছে তদন্তকারীরা। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি রবিবার অভিযুক্ত জঙ্গিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হয়। তাঁরা কোথায় থাকতে পারেন সে বিষয়ে স্থানীয়দের জেরা করা হয়।

পহেলগাম কাণ্ডের ১৫ দিন পর অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে হামলা পাল্টা হামলা চলছিল। শনিবার বিকেল পাঁচটা থেকে আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ। কিন্তু শনিবারই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করলেই পাল্টা আঘাত করবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ মে।। সোমবার ভারত-পাকিস্তান বৈঠক। তার আগের দিন রবিবার ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ৩৬ ঘণ্টার জন্য সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শনিবার রাতেই প্রত্যাশিতভাবে তা লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। সেজন্য ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, রবিবার রাতে বা তার পর অর্থাৎ আগামিকালের বৈঠকের আগে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সেনা কমান্ডারদের তা প্রতিহত করতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই আরও জানান, যদি চুক্তি রক্ষা করে পাকিস্তান। তবে আগামিকালের বৈঠকে সংঘর্ষবিরতি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে। অন্যথায় এক বিন্দু জমিও ছাড়বে না ভারত। ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান গুলি চালালে ভারত আরও জোরালো হামলা চালাবে। পাকিস্তান থামলে ভারতও থেমে যাবে।

এদিন পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে সরকারি সূত্র জানিয়েছে, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাস ছড়ালে তার খেসারত দিতে হবে সে দেশকে। পাকিস্তান একদিকে জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে, আর অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে জলবণ্টন বা বাণিজ্যে সহযোগিতা পাবে তা হবে না। অপারেশন সিঁদুর' শুধু প্রতিরক্ষা নয়, কূটনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকেও পাকিস্তানকে একাধিক বার্তা দিচ্ছে। বিশেষ করে, সিন্ধু জলচুক্তিকেও এখন জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হচ্ছে। তাই তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তেই অনড় রয়েছে দিল্লি। পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাস বন্ধ না হলে এই চুক্তির ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত রবিবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সীমান্তে পাকিস্তানের যে কোনওরকম 'দুঃসাহসিকতার' যোগ্য জবাব দেবে ভারত। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, বায়ুসেনা প্রধান এ পি সিং, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী ও সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

পোস্ট গ্রেফতার এক

● প্রথম পাতার পর

এবং বর্তমান ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন উস্কানিমূলক পোস্ট করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ জাহির উদ্দিনের বাড়িতে যায়। প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কিছুই স্বীকার করতে নারাজ ছিল। পরে পুলিশ তার মোবাইলটি জব্দ করে সেখানে ঘটনার সত্যতা লক্ষ্য করতে পারেন। দেখা যায় তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে গতকাল রাতে ওই পোস্টগুলি করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ জাহির উদ্দীনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। বর্তমান সময়ে এ ধরনের ভারত বিরোধী বা উস্কানিমূলক কোনো ধরনের মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নিয়ে আলোচনা হবে

● প্রথম পাতার পর

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, শান্তির পথ শক্তির মাধ্যমেই রচিত হয়। তিনি বলেন, "এই যুগ যুদ্ধের নয়, তবে সন্ত্রাসেরও নয়। টেররিজমের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সই একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের গ্যারান্টি।" শেষে প্রধানমন্ত্রী আবারও সশস্ত্র বাহিনীকে স্যালুট জানিয়ে বলেন, "ভারতের শক্তি ও ঐক্যই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা একসঙ্গে আছি, একসঙ্গে লড়ব, একসঙ্গে জয়ী হব।"

দিয়েছিলেন দাবি ট্রাম্পের

● প্রথম পাতার পর

ব্যাখ্যা করে ট্রাম্প বলেন, "কেউই বাণিজ্যকে আমার মতো ব্যবহার করে না।" তিনি আরও দাবি করেন, এই বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কাই দুই দেশকে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার ব্যাপারে বিশদে গিয়ে তিনি বলেন, "দুই নেতাই কঠিন অবস্থানে ছিলেন, তবে আমরা যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে অনেক সাহায্য করেছি।" ট্রাম্প জানান, ভারতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গেও তা খুব শীঘ্রই শুরু হবে। একটি সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধ ঠেকানোর কৃতিত্ব নিজের প্রশাসনকে দিয়ে ট্রাম্প বলেন, "যদি উত্তেজনা বাড়ত, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ যেতে পারত।" পাশাপাশি, এই শান্তি উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও-র ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

বুনকরদের সাথে বৈঠক

● আটের পাতার পর

কল্লোল ধর, অনাথবন্ধু সূত্রধর, অভিজিৎ সূত্রধর, প্রবোধ দেবনাথ, বদল দেবনাথ, শ্রী সুব্রত সূত্রধর, বিজয় সূত্রধর, সুব্রত দাস, শ্রীমতী শুক্লা নম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার থেকে আশা শিল্পীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এর মাধ্যমে আগামীদিনে রাজ্যের কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গুরুত্ব দিতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

নার্সিংয়ের সঙ্গে যুক্তরা। মানুষকে সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে আপনাদের। ত্রিপুরা থেকে অনেক ছেলেমেয়ে এখন নার্সিং পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। নিরলস চেষ্টা ও সেবার মাধ্যমে মানুষের স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। আর সেটা সম্ভব কাজের মধ্য দিয়ে। রোগীরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলে সবসময় ডাক্তার ও নার্সদের কথা মনে রাখেন। তাই এই পেশাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। নার্সিং পেশার সঙ্গে যুক্তরা সেবার মানসিকতা নিয়ে রোগীদের পরিষেবা প্রদান করলে তারা নিজেরা যেমন আত্মতৃপ্তি লাভ করেন তেমনি রোগীরাও ভরসা পান। তাই এই পেশা খুবই একটি সম্মানজনক পেশা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৩ - ২৪ অর্থ বছরে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে আগরতলা গভ. নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। এখন বিএসসি নার্সিং, বিডিএস, এমবিবিএস সহ সব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে রাজ্যে। ত্রিপুরা থেকেই এখন বিভিন্ন কোর্সে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। উদয়পুরে ৪০ আসন বিশিষ্ট এএনএম নার্সিং প্রতিষ্ঠানকে জিএনএমে উন্নীত করা হয়েছে। আগরতলা দুর্জয়নগরের নার্সিং প্রতিষ্ঠানকে উন্নতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নার্সিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখন ৯টি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রায় ১৫৩ জন নার্সিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এখন বাইরে থেকেও বিনিয়োগকারীরা রাজ্যে আসছেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচ পি শর্মা, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার রেবিকা ডার্লং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সংঘর্ষবিরতির পর ৩২ বিমানবন্দরের 'তালা' খুলল কেন্দ্র, চালু পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১২ মে।। ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির পর অবশেষে শান্তি ফিরেছে সীমান্তে। এই পরিস্থিতিতে দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে উদ্যত হল ভারত সরকার। দুই দেশের উত্তেজনার জেরে দেশের যে ৩২টি বিমানবন্দর অস্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্র। সোমবার নতুন করে তা চালু করা হয়েছে।পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা ও অপারেশন সিঁদুরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত চরম আকার নেয় গত ৭ মে থেকে। আকাশপথে পাকিস্তানের লাগাতার ড্রোন হামলার জেরে যাত্রী নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে গত ৯ মে বিবৃতি জারি করে কেন্দ্র। যেখানে উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির ৩২টি বিমানবন্দরে ১৪ মে পর্যন্ত অসামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ মে থেকে খোলার কথা ছিল বিমানবন্দরগুলি। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় গত শনিবার। পাকিস্তানের তরফে আসা সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব সমর্থন করে ভারত। ওইদিন বিকেল ৫টা থেকে কার্যকর হয় সংঘর্ষবিরতি। সীমান্তপারে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের লড়াই শান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময়সীমার আগেই সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩২টি বিমানবন্দর চালু করার নির্দেশ দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশের যে ৩২টি বিমানবন্দর ফের চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, অধমপুর, অম্বালা, অমৃতসর, অবন্তিপুর, বাতিন্ডা, ভূজ, বিকানের, চণ্ডীগড়, হালওয়ার, দিন্ডন, জয়সলমেঢ়, জম্মু, জামনগর, যোধপুর, খান্ডলা, কাংরা, কেশুধ, কিষাণগড়, কুল্লু মানালি, লেহ, লুধিয়ানা, মুন্দ্রা, নালিয়া, পাঠানকোট, পাটিয়ালা, পোরবন্দর, রাজকোট, সারসওয়া, শিমলা, শ্রীনগর, থোয়াইস ও উত্তরলাই। কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর সোমবার সকাল ১০টা থেকে বেশিরভাগ বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে।উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া সরে যাওয়ার পর গতকালই জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা সোশাল মিডিয়ায় আর্জি জানিয়েছিলেন, এবার শ্রীনগর বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু করা হতে পারে। যুদ্ধবিরতির পর অবশেষে ভোগান্তি শেষ হল যাত্রীদের।

সংঘর্ষবিরতিতে চাঙ্গা শেয়ার বাজার, ২০০০ পয়েন্টের বিরাট লাফ সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ১২ মে।। যুদ্ধের দামামা থামতেই চাঙ্গা দেশের শেয়ার বাজার। সোমবার বাজার খুলতেই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির প্রভাব দেখা গেল দালাল স্ট্রিটে। অতীতের রেকর্ড ভেঙে একধাক্কায় ২ হাজার পয়েন্টের বেশি বাড়ল সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। সবমিলিয়ে খুশির জোয়ারে ভেসেছেন বিনয়োগকারীরা। ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতি যে শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলবে সে সম্ভাবনা ছিলই। তবে তা যে রকেটের গতিতে ছুটবে এমনটা আশা করেননি কেউই। সোমবার বাজার খোলার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা যায় সেনসেক্স ১৮০০ পয়েন্টের বেশি বেড়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও উপরে উঠতে থাকে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, ২২৮৩.৮৪ পয়েন্ট অর্থাৎ ২.৮৭ শতাংশ বেড়ে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছে ৮১,৭৩৮.৩১ পয়েন্টে। পিছিয়ে নেই নিফটিও। রিপোর্ট বলছে, ৭১১.২৫ পয়েন্ট বেড়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা নিফটির সূচক। যার জেরে ২.৯৬ শতাংশ বেড়ে নিফটি পৌঁছে যায় ২৪,৭১৯.২৫তে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিফটি ও সেনসেক্সের সূচকে খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যায়নি ৮১,৭০০ থেকে ৮১,৯০০ পয়েন্টের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে সেনসেক্স।যে শেয়ারগুলিতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে সেগুলি হল, ইন্ডিগো অ্যাভিয়েশন, শ্রীরাম ফিনান্স, দ্য ইন্ডিয়ান হোটেল, আদানি গ্রিন, রিলায়েন্স পাওয়ার, আদানি পাওয়ার, আদানি এন্টারপ্রাইস-এর মতো শেয়ারগুলি। ৬ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এই শেয়ারগুলি।

ভারতের ঃ প্রদেশ বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

বেইসের মধ্যে ৯ টি এয়ার বেইস ধ্বংস করেছে ভারত। সেই সাথে আকাশ পথে পাকিস্তানের মিসাইল ও ড্রোন আক্রমণ নিষ্ক্রিয় করে ভারতবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। ধ্বংস করা হয়েছে পাকিস্তানির একাধিক জঙ্গি ঘাটি। ভারতের আক্রমণে পরাজয় সুনিশ্চিত দেখে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ডিজিএমও সিজ ফায়ারের প্রস্তাব জানায় ভারতীয় ডিজিএমওকে। এই আক্রমণে পাকিস্তানের নির্লজ্জ জঙ্গি সাজসের ছবি ও সামনে উঠে এসেছে। দুনিয়ার সামনে তাদের এই দ্বিচারিতা রূপ পরিষ্কার হয়েছে। এছাড়াও এদিন তিনি ভারতীয় তিন বাহিনীর পরাক্রমে পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষতির বিষয় সহ নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গাঁজা উদ্ধার, আটক ২

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক খোকন সাহা সেটিকে থামিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। এসময় তিনি লক্ষ্য করেন লরিতে থাকা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফরমারগুলির নাট ঢিলে রয়েছে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে নাটগুলি খুলে দেখেন এবং ভেতরে গাঁজার প্যাকেট ভর্তি দেখতে পান। পুলিশ জানিয়েছে, লরিতে থাকা মোট দশটি ট্রান্সফরমারের ভেতরে ৯৬টি প্যাকেটে দশ কেজি করে মোট ৯৬০ কেজি শুকনো গাঁজা লুকানো ছিল। উদ্ধার হওয়া এই গাঁজার কালোবাজারি মূল্য প্রায় চার কোটি টাকা। এই ঘটনায় গাড়ির চালক আদেশ কুমার (৪২) এবং সহ-চালক প্রমোদ কুমারকে (৫৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত দুজনেরই বাড়ি উত্তরপ্রদেশের কানপুরে।

চুরাইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহা জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হবে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালানো হবে। মঙ্গলবার ধৃতদের জেলা আদালতে তোলা হবে। এদিকে, এই বড়সড় মাদক উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি জরিন পুইয়া এবং ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা। তাঁদের উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া গাঁজা জব্দ করা হয়। পুলিশের এই সাফল্যে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে বৃদ্ধের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে বৃদ্ধের আসার কথা নয়। কারন মৃতদেহের অনতি দূরে বিএসএফের টাওয়ার রয়েছে। স্থানটি দেখা যায়। ইতিমধ্যেই সীমান্ত এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

১ দিনের জেল হেপাজত

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকার উপর ধর্ষণের ঘটনা। এই ধর্ষণ কান্ডের ঘটনা জানাজানি হতেই শনিবার রাতে শান্তিরবাজার থানাতে অভিযোগ জমা দেয় নাবালিকার পরিবার। বিলোনিয়া থানাতে এই ঘটনায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যার নম্বর ২০২৫বিএলএন০৬।

সেই অভিযোগ মূলে দক্ষিণ জেলার তিন থানা শান্তির বাজার, বিলোনিয়া ও রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশ রবিবার সন্ধ্যায় যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে রাজনগর পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত বাথখলা চিকনথলি এলাকা থেকে অভিযুক্ত জনজাতি ছয় যুবককে গ্রেপ্তার করে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসে। অভিযুক্তদের বাড়ি বাথখলা, চিকনথলি এলাকায়। অভিযুক্তরা হল বিপারাই রিয়াং, আকাশ রিয়াং, দিলীপ রিয়াং , শুভজিৎ রিয়াং, উদয় রিয়াং। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন নাবালক। পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু আরো একজন এখনো পলাতক। পলাতক অভিযুক্তকে জালে তুলতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের আটক করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ মে: সোমবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়। এই আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা এই দিবস পালন করে থাকেন। এই আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে নার্সদের প্রতি সম্মান জানালেন বিলোনিয়া মন্ডল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১২মে: সোমবার ১২ই মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। এই উপলক্ষে নার্সদের সম্মান জানালো বিলোনিয়া মন্ডল নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা। স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের অটল নিষ্ঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি সম্মান জানাতে এই উদ্যোগ বিলোনিয়া মন্ডলের।

সোমবার দুপুরে বিলোনিয়া হাসপাতালে গিয়ে কর্তব্যরত নার্সদের একত্রিত করে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি অভিনন্দন জানান স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের অটল নিষ্ঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য। এরপর ফল ও ঠান্ডা পানীয় সহ মিষ্টির প্যাকেট হাতে তুলে দেন বিজেপি কার্যকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক অলক রায়, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস, চিকিৎসক তাপস মজুমদার। এছাড়া যুব মোর্চার কার্যকর্তারাও এইদিন হাসপাতালে উপস্থিত থেকে নার্সদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি অভিনন্দন জানান।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে: গতকাল বজ্রপাতের প্রভাবে মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের ৪০ শতাংশ এলাকায় নানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বজ্রপাতের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩৫টি পরিবারের লোকজনদের আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হেজামারা ব্লকের গয়ামণি ইংরেজি মিডিয়াম জে.বি. স্কুল, আখালিয়াছড়া ইংরেজি মিডিয়াম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, চন্দ্রীছড়া এস.বি. স্কুল এবং শনখলা এস.বি. স্কুলে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

এই ৪টি ত্রাণ শিবিরে ৩৩৫টি পরিবারের মোট ৯৯১ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৪৭১ জন, মহিলা ৪৬৮ জন এবং শিশু রয়েছে ৫২ জন। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আজ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত প্রমুখ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং ত্রাণশিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। মহকুমা প্রশাসন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

হাঁসফাঁস গরমে স্বস্তির বৃষ্টি ত্রিপুরায়, কমলা সতর্কতা

আগরতলা, ১২ মে: তীব্র গরমের হাঁসফাঁস কাটিয়ে অবশেষে আজ সকাল থেকে বৃষ্টিতে স্বস্তির নিশ্বাস নিয়েছে ত্রিপুরাবাসী। এদিকে, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় সকাল থেকে বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে। তাছাড়া, ত্রিপুরার সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। গত কয়েকদিন ধরে তীব্র দাবদাহে মানুষ নাজেহাল পরিস্থিতি শিকার হচ্ছিল। এবছরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকেছে। অবশেষে আজ সকাল থেকে তীব্র তাপপ্রবাহের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে রাজ্যবাসী। প্রসঙ্গত, আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ ডিগ্রি বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। আগামীকাল সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এলাকায় উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করেছেন, কামাল উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর ব্যক্তিগত জমি একাধিকবার জবরদখলের চেষ্টা চালিয়েছে এবং জমিতে কাজ করতে গেলে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এবিষয়ে কৃষ্ণবাবু জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে তাঁর নিজস্ব ফিসারির জল নিষ্কাশনের পাইপ বসাতে গেলে কামালের পুত্রদের বাধার সম্মুখীন হন। এমনকি, প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কৃষ্ণবাবুর দাবি, তাঁকে মারধর করে বস্তায় ভরে ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। চরম উত্তেজনা ছড়ায় গত ১০ মে বিকেলে। কৃষ্ণবাবু তাঁর রাবার বাগানে যাওয়ার রাস্তা মাটি দিয়ে ভরাট করতে গেলে কামাল উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী মিপতুন নেছা এবং পুত্র ফয়জুর রহমান দা ও লাঠি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কৃষ্ণবাবু প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যান। ঘটনার প্রতিবাদে তিনি রাতেই দামছড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার প্রেক্ষিতে ১১ মে দুপুরে দামছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত চালায়। তবে কৃষ্ণবাবুর অভিযোগ, তদন্ত হলেও এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে তিনি বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং পুলিশের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

এদিকে, রাহুমছড়া ও পার্শবর্তী ভিলেজ কাউন্সিলগুলোতে দিনের পর দিন সরকারি বনভূমি দখল করে বসতবাড়ি তৈরি করা হলেও বন দপ্তরের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, বন দপ্তরের গাফিলতি ও উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে দখলদাররা নির্বিচারে গাছ কেটে রাবার বাগান ও পাকা ইমারত নির্মাণ করছে।

প্রসঙ্গত, প্রায় এক বছর আগে পানিসাগরের পেকুছড়ায় ঠিক এভাবেই বনভূমি দখল করে প্রায় ৩০টির বেশি উদ্বাস্তু পরিবার বসতি গড়ে তুলেছিল। বন দপ্তরের একাধিক নোটিশ দেওয়ার পরেও তাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।এই অবস্থায় সুন্দিবাসা এলাকাতেও একই চিত্র ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে এইসব বনভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এখন দেখার বিষয়, বন দপ্তরের কর্তৃপক্ষ এই জবরদখল রোধে কার্যকর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সার্থকতা আসবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আসলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। এই ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলি রাজ্যের পর্যটন বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ভগবান বুদ্ধের পূজার্চনা করেন। বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজজী, মহাবুদ্ধি অল ত্রিপুরা ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর পূজনীয় ধাম্মালোকা, ধম্মদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পূজনীয় ড. ধাম্মাপিয়া, বেণুবন বুদ্ধবিহারের চিফ অ্যাবট পূজনীয় খ্যামাছড়া প্রমুখ।

াঙ্গন

বৃষ্টিতে স্থগিত, সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সকাল থেকে দিনভর বৃষ্টি। মাঝে কিছু সময়ের জন্য বিরাম হলেও মাঠে জল লেগে থাকায় ক্রিকেট ম্যাচ চালানোর অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি। স্থগিত রাখা ম্যাচটি আগামীকাল মঙ্গলবার রিজার্ভ ডে হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও তরুণ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। আবহাওয়া বিরূপ আচরণ না করলে, স্থানীয় এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা ১১ঃ০০ টায় খেতাবি লড়াই শুরু হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ।

যদিও দুই দল সুপার সিক্স এ নিজেদের মধ্যে একবার লড়াইয়ে মাঠে নেমেছিল। এতে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৪৫ রানের ব্যবধানে তরুণ সংঘ কে পরাজিত করেছিল। এই ম্যাচে ব্লাড মাউথ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। জবাবে তরুণ সংঘ ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। উল্লেখ্য, দুই মাসাধিককাল আগে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভার ম্যাচের টুর্নামেন্টের ফাইনালেও ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং তরুণ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। এতে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৩ উইকেটের ব্যবধানে তরুণ সংঘ কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছিল।

আগামীকাল লক্ষ্য রয়েছে টি-টোয়েন্টি ট্রফি জয় করে দ্বি-মুকুট খেতাব অর্জনের। পক্ষান্তরে তরুণ সংঘ বিগত ম্যাচগুলোর পরাজয়ের জবাব দিয়ে আগামীকাল সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ট্রফি জিতে নিতে চাইছে। কোনদল জয়ের হাসি হাসে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে কদমতলা জয় বিবেকানন্দের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে আবারো পরাজিত কৃষ্ণনগরের কদমতলা যুব সংস্থা।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত মরশুমের চলতি এই টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার দিনের প্রথম ম্যাচে কদমতলাকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে বিবেকানন্দ।উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে লড়াইটা ছিল বেশ জমজমাট। তবে জয়ের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই প্রথম থেকে প্রতিপক্ষের শিবিরে আক্রমণ শুরু করে এদিন বিবেকানন্দের ফুটবলাররা। উভয় দলের লড়াই শুরু হওয়ার ৩৭ মিনিটের মাথায় জাকারিয়া মলসুম প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় বিবেকানন্দকে।

তা পরিশোধ করতে প্রতিপক্ষ কদমতলার ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ আনার চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধে ব্যর্থ হয়।ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমাদের খেলায় এগিয়ে থাকে বিবেকানন্দ। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে আক্রমণের গতিবেগ যেন অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় এগিয়ে থাকা দল বিবেকানন্দ।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিবেকানন্দের রাকেশ জমাতিয়া ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে আরও এক কদম এগিয়ে দেয়। যদিও রাকেশের দেওয়া গোলটি বেশি সময় ধরে রাখতে পারেনি বিবেকানন্দ। মাত্র ৭ মিনিটেই ব্যবধান খানিকটা কমিয়ে আনে কদমতলা। দলের পক্ষে অমরজিত জমাতিয়া প্রথম গোল করে। এই অবস্থায় প্রতি আক্রমণের লড়াইয়ে ম্যাচের ৫৬ মিনিটে বিবেকানন্দের সোহেল মিয়া দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে ব্যবধান পৌঁছে দেয় ৩-১এ। অবশিষ্ট সময়ে উভয় দল নতুন করে আর কোন গোল করতে সক্ষম না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কদমতলাকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে জয়ের হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়লো বিবেকানন্দের ফুটবলাররা। দুইদলের এই ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি সুকান্ত দত্ত।

বিলোনিয়ায় ছোটদের ক্রিকেটে জয়ে অভিযান আই সি নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়েই ছোটদের ক্রিকেটে নিজেদের অভিযান শুরু করলো আই সি নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে সোমবার উত্তর বিলোনিয়া মাঠে মুখোমুখি হয় আই সি নগর ও বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। উভয়দলেরই এই ম্যাচটি প্রথম ম্যাচ। তাই জয় দিয়ে অভিযান শুরু করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এদের মুখোমুখি হয় দুটি দল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্র পূরণ করতে সক্ষম হল আই সি নগর। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে আই সি নগর ৩৪ রানে পরাজিত করে বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়ামকে। সকালে ইংলিশ মিডিয়াম টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সবকটি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ৮২ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৮ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। ইনিংসের দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৫ রান করে শিবম মজুমদার। আইসি নগরের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক চারটি উইকেট নেয় সুমন মজুমদার। এ ছাড়া দুটি করে উইকেট নিল ফারুক মিয়া ও শুভম মজুমদার। জবাবে জয়ের জন্য ৮৩ রানের টার্গেটি নিয়ে আই সি নগর ব্যাট করতে নেমে আট অফারে তিনজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৬৮ রান তুলে। এর মধ্যেই ম্যাচে থাবা বসায় বৃষ্টি। কিন্তু বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়াম ৮ ওভারে ৩৮ রান তুলতে সক্ষম হওয়ায়, আই সি নগরকে ম্যাচে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

আইপিএলের মাঝে মাদক-বিতর্ক!

গোটা এপ্রিল মাসে আইপিএলে খেলেননি কাগিসো রাবাডা। গুজরাত টাইটান্সের পেসারের কী হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। জানানো হয়েছিল, ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরে গিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার। মে মাসে আবার আইপিএলে ফিরেছেন তিনি। তার পরেই জানা গিয়েছে, মাদক সেবন করায় এক মাস নির্বাসিত হয়েছিলেন রাবাডা। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যা রাখঢাক করেছে, তাতে প্রশ্ন উঠছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্র 'র্যাপো' একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, গত ২১ জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ চলাকালীন রাবাডা নিজের নমুনা জমা দিয়েছিলেন। সেই নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায়, রাবাডার শরীরে কোকেন রয়েছে। তার পরেই তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। সেই কারণে, গোটা এপ্রিল মাসে খেলতে পারেননি তিনি।

রাবাডাকে মাত্র এক মাসের শাস্তি কাটাতে হয়েছে। তাঁর আইনজীবীর দল আরও বড় শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছে রাবাডাকে। তারা আদালতে প্রমাণ করতে পেরেছে যে রাবাডা দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ শুরু হওয়ার আগে সেই মাদক সেবন করেছিলেন। তা-ও খুব সামান্য পরিমাণে। তারা প্রমাণ করতে পেরেছে যে রাবাডা নিয়মিত মাদক সেবন করেন না। নিজের মনকে ফুরফুরে করতে ভুল করে সেই মাদক নিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বার নমুনা পরীক্ষা করাতে অস্বীকার করেছেন রাবাডা।

'সাউথ আফ্রিকান ইনস্টিটিউট ফর ড্রাগ-ফ্রি স্পোর্ট'-এর সিইও খালিদ গালান্ট বলেছেন, "রাবাডার আইনজীবীরা খুব বুদ্ধি করে ওঁকে বার করে এনেছেন। ওঁরা আদালতে যা যা তথ্য দিয়েছেন তার পরে আর কারও কিছু করার নেই।" নির্বাসনের সাজা কাটানোর পরে একটি বিবৃতিতে রাবাডা বলেছেন, "আমি অনেকের সম্মানহানি করেছি। তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি আর কোনও দিন ক্রিকেটকে হালকা ভাবে নেব না। এই খেলা আমাকে সব সম্মান দিয়েছে। তাই এই খেলার মান আরও কোনও দিন নীচে নামাব না।"

রাবাডা যা-ই বলুন না কেন, এই ঘটনায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক টিম পেইন। তিনি জানিয়েছেন, দর্শকদের সব কিছু জানার অধিকার রয়েছে। পেইন বলেন, "একটা লোক মাদক সেবন করে দোষী প্রমাণিত হল। তাকে আইপিএল থেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। আবার সে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আইপিএলে ফিরেও গেল। কিন্তু কেউ কিছু জানতে পারল না!"

পেইনের অভিযোগ, রাবাডার আরও বেশি শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, "রাবাডা এ বার আইপিএলে খেলবে। কয়েক মাস পরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। অথচ ও যা অন্যায় করেছে, তাতে ওর আরও বেশি শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কে ওর নির্বাসন তুলল? সব কিছু পরিষ্কার করে বলা উচিত। অথচ সকলকে ধোঁয়াশায় রাখা হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও তা-ই করছে। ক্রিকেটের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে।"

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের জেরে আপাতত এক সপ্তাহ বন্ধ রয়েছে আইপিএল। তবে সংঘর্ষবিরতির পরে দ্রুত তা আবার শুরু করার চেষ্টা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ১০টি দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আগামী সপ্তাহেই আবার আইপিএল শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে উইকেটরক্ষক!

উইকেটরক্ষকের দাঁড়ানোর কথা উইকেটের ঠিক পিছনে। অনেক সময় স্লিপে কেউ না থাকলে উইকেটরক্ষক কিছুটা ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাই বলে একেবারে প্রথম স্লিপের জায়গায়। অদ্ভুত ঘটনা ঘটালেন বাংলাদেশের উইকেটরক্ষক নুরুল হাসান। নিজের জায়গায় না দাঁড়িয়ে প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তা দেখে হাসি চাপতে পারেননি আম্পায়ারও।

নিউ জিল্যান্ড এ ও বাংলাদেশ এ দলের মধ্যে তৃতীয় ম্যাচে ঘটে এই ঘটনা। প্রথমে ব্যাট করে ২২৮ রান করে বাংলাদেশ এ। রান তাড়া করতে নেমে তখন নিউ জিল্যান্ড এ দলের রান বিনা উইকেটে ৩৫। ব্যাট করছিলেন রিস মাইরু ও ডেল ফিলিপ্স। পঞ্চম ওভারে বল করছিলেন ইবাদত হোসেন। তখনই দেখা যায়, প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে নুরুল।

ইবাদতের বল ব্যাটে লাগাতে পারেননি মাইরু। বল সোজা বেরিয়ে যায়। কিন্তু নুরুল এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন যে বল ধরতে পারেননি তিনি। বল সোজা গিয়ে লাগে উইকেটের পিছনে রাখা হেলমেটে। তার পরে তা যায় থার্ড ম্যান অঞ্চলে। দৌড়ে এক রান নেন দুই ব্যাটার। তবে হেলমেটে বল লাগায় পাঁচ রান পেনাল্টি হিসাবে দেন আম্পায়ার। শেষ পর্যন্ত দু'ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে যায় নিউ জিল্যান্ড এ।

নুরুল কেন প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়েছিলেন তা জানা নেই। তার আগের বলেও নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তবে কি সেই বলের আগে ভুল করে ডান দিকে সরে যান নুরুল? বাংলাদেশের বাকি ক্রিকেটারেরাও এই ঘটনায় অবাক হয়ে যান। আম্পায়ারকেও হাসতে দেখা যায়। তাঁরাও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কী ভাবে এই সাধারণ বিষয়ে ভুল করলেন নুরুল।

বাংলাদেশের হয়ে ১১টি টেস্ট, সাতটি এক দিনের ম্যাচ ও ৪৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন নুরুল। টেস্টে ৪৪০, এক দিনের ম্যাচে ১৭৫ ও টি-টোয়েন্টিতে ৪৪৫ রান করেছেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ফর্ম ভাল না থাকায় বাংলাদেশ এ দলে খেলানো হচ্ছিল তাঁকে। সেখানেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটালেন নুরুল।

রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন শুভায়ন, দিলশাদ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের দাবা প্রতিযোগিতায় রাজ্য সেরা হলো শুভায়ন দাস এবং এস দিলশাদ। দুদিন ব্যাপী অনূর্ধ-৯ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা শেষ হয় সোমবার। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দাবা হলঘরে হয় আসর। বালক বিভাগের অংশ নিয়েছিল ২৪ জন দাবাড়ু। তাতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শুভায়ন দাস। সাড়ে ৪ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর দেবরাজ ভট্টাচার্য। চার পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান দখল করে যথাক্রমে শতনু পাল এবং দ্রীধায়ু কাসারী। সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে রোহিল সাহা। বালিকা বিভাগে আসরের অংশ নিয়েছিল ১১ জন দাবাড়ু। চার রাউন্ডে আসরে সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে চ্যাম্পিয়ন এস দিলশাদ এবং রানার্স হয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির অবন্তিকা চক্রবর্তী। ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান দখল করে ত্রিশিকা কামারাপু এবং ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির তেজস্বিনী পোদ্দার। দুই পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে ঐশ্বিনী ভৌমিক। রাজ্য আসর থেকে বালক বিভাগে শুভায়ন দাস, দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং বালিকে বিভাগে এস দিলশাদ এবং অবন্তিকা চক্রবর্তী জাতীয় আসরের খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। আসর পরিচালনা করেন পান্না আহমেদ। রাজ্য দাবার বিজয়ী দাবাড়ুদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ।

বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন অসি ক্রিকেটারেরা, প্রশ্নের মুখে পাকিস্তান

ভারতের প্রত্যাঘাতের সামনে পাকিস্তান যে অসামরিক বিমানকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে, এমন অভিযোগ আগেই আনা হয়েছিল। এ বার জানা গিয়েছে, ভারত যে এয়ারবেসে প্রত্যাঘাত করেছিল সেখান থেকেই তিন ঘণ্টা আগে দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছেন। এতেই প্রশ্ন উঠেছে পাকিস্তানের ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড' এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, ইসলামাবাদের থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নুর খান এয়ারবেস থেকে একটি চার্টার্ড বিমানে দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন একাধিক অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার। সেই দলে শন অ্যাবট, বেন ডোয়ারশুইস, অ্যাশটন টার্নার এবং মিচ ওয়েনরা ছিলেন। সঙ্গে কিছু আধিকারিক এবং সম্প্রচারকারী চ্যানেলের সদস্যেরাও ছিলেন।

ক্রিকেটারেরা এয়ারবেস ছাড়ার তিন ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে প্রত্যাঘাত করে ভারত। একাধিক বার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। এলাকা ধোঁয়ায় ভরে যায়। আগুন দেখা যায় বেশ কিছু জায়গা থেকে। স্থানীয়রা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, দু'দেশের সংঘর্ষ চলার সময় কেন এই এয়ারবেস থেকে ক্রিকেটারদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যদিও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার পাকিস্তান সুপার লিগ স্থগিত করে দেয় সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। আটটি ম্যাচ এখনও করা বাকি। দুবাইয়ে প্রতিযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও আমিরশাহি বোর্ড রাজি না হওয়ায় সেটাও সম্ভব হয়নি।

জাতীয় ফুটবলে ঝাড়খন্ডকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-১ (নেলশন) ঝাড়খন্ড-০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয়। ন্যূনতম গোলে জয়। লীগের খেলায় জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ত্রিপুরা। স্বামী বিবেকানন্দ অনুর্ধ-২০ বালকদের জাতীয় ফুটবল আসরে। ছত্রিশগড়ে সোমবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা মুখোমুখি হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের। ওই রাজ্যের রামকৃষ্ণ মঠ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ম্যাচটি। তাতে ত্রিপুরা ন্যূনতম গোলে পরাজিত করে ঝাড়খন্ডকে। এদিন যদি ত্রিপুরা ৪-০ গোলের জয় পেতো তাহলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। জয় সূচক গোলটি করলেও নেলসন ত্রিপুরা এবং সুখ দয়াল জমাতিয়া বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে এক সময় চাপে ফেলে দিয়েছিলেন দলকে। প্রথমার্ধের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন রাজু লামার ছেলেরা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিল এগিয়ে। বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি হলেও প্রথমার্ধে খেলা ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের ২২ মিনিটে মিডফিল্ড থেকে সুখদয়াল জমাতিয়ার বাড়ানো বল থেকে নেলসন ত্রিপুরার শর্ট ঝাড়খণ্ডের গোলরক্ষক ফিস্ট করে ফেরানোর পর ফিরতি বলে আবার দুরন্ত শট নিয়ে ত্রিপুরাকে জয় এনে দেন নেলসন ত্রিপুরা। শেষ পর্যন্ত নেলসনের গোলেই জয় পায় ত্রিপুরা। খেলা শেষে ছত্রিশগড় থেকে ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার সুশান্ত দেববর্মা বলেন, প্রাপ্ত সুযোগ গুলি যদি কাজে লাগাতে পারতো ছেলেরা তাহলে আমরা অনেক বড় ব্যবধানে জয় পেতে পারতাম। ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত টেনশনে থাকতে হতো না আমাদের। তবে এই দিনের জয় দলীয় ফুটবলারদের মনোবল বাড়িয়েছে। যা পরের ম্যাচে আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে। ১৪ মে " ডি " গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে।

রাজ্য পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পাওয়ার লিফটিং রাজ্য প্রতিযোগিতা রবিবার এনএসআরটিসিতে শেষ হয়েছে সামগ্রিক হিসেবে পশ্চিম জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সাব জুনিয়র ছেলেদের বিভাগে রানার-আপ দক্ষিণ জেলা দল। সাব জুনিয়র মেয়েদের বিভাগে পশ্চিম জেলা চ্যাম্পিয়ন। সাব জুনিয়র মেয়েদের বিভাগে রানার-আপ দক্ষিণ জেলা দল। জুনিয়র পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা, জুনিয়র পুরুষ রানার-আপ ঊনকোটি, জুনিয়র মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা, রানার-আপ দক্ষিণ জেলা দল। সিনিয়র পুরুষ পশ্চিম জেলা দল চ্যাম্পিয়ন। রানার্স আপ ঊনকোটি। সিনিয়র মহিলা সিপাহীজলা চ্যাম্পিয়ন, রানার আপ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দল। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ক্রীড়া সংগঠক সুজিত রায় প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিলেন কোহলিও, রাখলেন না বোর্ডের অনুরোধ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুরোধ রাখলেন না। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিলেন বিরাট কোহলি। রোহিত শর্মার অবসর ঘোষণার পর কোহলিও সোমবার সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

গত বুধবার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। তিনি সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কোহলিও একই পথে হাঁটলেন। ১২৩টি টেস্টে ৯,২৩০ রান রয়েছে কোহলির। গড় ৪৬.৮৫। শতরান ৩০টি, অর্ধশতরান ৩১টি। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি।

সমাজমাধ্যমে কোহলি লিখেছেন, "১৪ বছর আগে প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের নীল ব্যাগি টুপি পড়েছিলাম। সত্যি বলতে তখন জানতাম না, ক্রিকেটের এই ফরম্যাট আমাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। কল্পনাও করিনি। এই ফরম্যাট আমার পরীক্ষা নিয়েছে। আমাকে তৈরি করেছে। আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। সারা জীবন এই শিক্ষা বহন করব।" তিনি আরও লিখেছেন, "সাদা পোষাকে খেলার মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত গভীর বিষয় থাকে। শান্ত পরিবেশ, দীর্ঘ সময় খেলা, ছোট ছোট মুহূর্তগুলো কেউ দেখতে পায় না। তবে এগুলো চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে।"

লাল বলের ক্রিকেটে তিনি যে আর খেলতে ইচ্ছুক নন, এ কথা বোর্ডকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কোহলি। কিন্তু বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য। কোহলি রাজি হননি। গত অস্ট্রেলিয়া সফরের পর থেকেই টেস্ট থেকে সরে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন কোহলি। ওই সফরে প্রথম টেস্টে শতরান করলেও বাকি সিরিজে ব্যর্থ হন তিনি। কিন্তু তিনি যতই খারাপ ফর্মে থাকুন, বোর্ড চেয়েছিল ইংল্যান্ড সফরে তিনি যান। কারণ, রোহিতের পর কোহলিকেও যদি কঠিন এই সফরে না পাওয়া যায়, তা হলে ভারতীয় ব্যাটিং অনেকটাই অনভিজ্ঞ হয়ে পড়বে। সেই কারণেই বোর্ডের পক্ষ থেকে কোহলিকে অনুরোধ করা হয়েছিল এখনই টেস্ট ক্রিকেট না ছাড়তে। কিন্তু কোহলি শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকলেন। রোহিতের মতো তিনিও বিদায়ী টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন না। দেশের হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলে কোহলি করেছেন ৯২৩০ রান। গড় ৪৬.৮৫। ৩০টি শতরান এবং ৩১টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ২০১৯ সালে পুণেতে দক্ষিণ আফ্রিকা বিরুদ্ধে খেলেছিলেন অপরাজিত ২৫৪ রানের ইনিংস। যা টেস্ট ক্রিকেটে কোহলি সর্বোচ্চ রানের ইনিংস।

এমবাপের হ্যাটট্রিকেও হারল রিয়াল

ম্যাচ শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, সব সমালোচনার জবাব দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই নেমেছে তারা। তা অবশ্য হল না। ঘরের মাঠ অলিম্পিক্স স্টেডিয়ামে রিয়ালকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে লা লিগা প্রায় মুঠোয় বার্সেলোনার। বাকি তিনটি ম্যাচের একটিতে জিতলেই ট্রফি তাদের। রিয়ালকে হারানোর পর ৩৫ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট হল বার্সেলোনার। রিয়াল থাকল ৭৫ পয়েন্টেই। অর্থাৎ সাত পয়েন্টের পার্থক্য। আর একটি ম্যাচে জিতলেই আনুষ্ঠানিক ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে হান্সি ফ্লিকের দল।

রিয়ালের হারে সবচেয়ে দুঃখ সম্ভবত পাবেন কিলিয়ান এমবাপে। বিপক্ষের মাঠে হ্যাটট্রিক করেও দলকে জেতাতে পারলেন না। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালেও তিনি হ্যাটট্রিক করেছিলেন। কিন্তু ট্রফি উঠেছিল লিয়োনেল মেসির হাতে। এ বারও হয়তো এমবাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাবেন। কিন্তু লা লিগা পেতে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

চলতি মরসুমে চারটি 'এল ক্লাসিকো'র চারটিতেই জিতল বার্সেলোনা। এ রকম নজির খুব বেশি নেই স্পেনীয় ফুটবলার। লা লিগার দুই পর্বে যথাক্রমে ৪-০ এবং ৪-৩ জিতেছে রিয়াল। স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে জিতেছে ৫-২ গোলে। কোপা দেল রে ফাইনালে জিতেছে ৩-২ গোলে। এ দিন প্রথমার্ধেই ছ'টি গোল হয়েছে। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই এগিয়ে যায় রিয়াল। বক্সের মধ্যে এমবাপেকে ফাউল করেন বার্সা গোলকিপার উজসিয়েচ শেজনি। পেনাল্টি থেকে এমবাপেই এগিয়ে দেন। ১৫ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান তিনি। ভিনিসিয়াসের পাস থেকে গোল করেন। এর পরেই আচমকা খেলা থেকে হারিয়ে যায় রিয়াল।

১৯ মিনিটে কর্নার থেকে গোল করেন এরিক গার্সিয়া। ৩২ মিনিটে সমতা ফেরান লেমিন ইয়ামাল। দু'মিনিট পরে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন রাফিনহা। বিরতির আগে আবার একটি গোল করেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার। রিয়ালের রক্ষণে নিয়মিত খেলা চার ফুটবলার নেই। তাঁদের ছাড়া রক্ষণ কতটা ভঙ্গুর তা বোঝা গিয়েছে বার্সেলোনার প্রতিটি গোলে। অরেলিয়ে চুয়ামেনির খেলা তো চোখে দেখা যায়নি। চতুর্থ গোলের সময় যে ভাবে সহজ ব্যাক পাস মিসকরলেন লুকাস ভাজকুয়েজ, তা স্কুলছাত্রেরাও করবে না।

প্রথমার্ধে দু'টি দলই নিজেদের সেরা খেলাটা খেলে ফেলেছিল। সে কারণে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় প্রত্যাশিত ঝাঁজ দেখা যায়নি। তবে দু'গোলে পিছিয়ে থাকা রিয়াল অনেক ভাল খেলেছে। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অনায়াসে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারত তারা। এমবাপে, ভিনিসিয়াস, জোয়াও মুনোজ সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। অন্য দিকে, বার্সেলোনার ফুটবলারেরাও সুযোগ নষ্ট করেছেন। এমবাপের মতোই হ্যাটট্রিক করতে পারতেন রাফিনহা। ইয়ামালের পাস পেয়েছিলেন রিয়ালের গোলের ঠিক সামনে। সেটাও বাইরে মারেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রজ্ঞাবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 13 May, 2025, Monday আগরতলা ১৩ মে, ২০২৫ ইং, ■ ২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

৪৩২ নার্সিং স্টাফ নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

নার্সিংয়ের সঙ্গে যুক্তদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও সুস্থতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ মে: মানুষের জন্য মানুষের সেবায় নিরন্তর কাজ করতে হবে নার্সদের। নার্সিং একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেশা। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গতিশীল করতে ৩৩২ নার্সিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া জারি রেখেছে সরকার। এছাড়া আরো ১০০ জনকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করার জন্য অর্থ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া গেছে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষে সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উদযাপন করা হয়। ১৮২০ সালের ১২ মে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। লেডি উইথ ল্যাম্প হিসেবে আমরা তাঁকে জানি। আজ ২০৫ তম আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস। আজকের দিনটি নার্সদের কাজ ও তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহতদের সেবাদানের মাধ্যমে তাঁর অবদান এখনো সবাই স্মরণ করেন। তাঁর কারণেই পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে নার্সিং প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে। এবার নার্সেস দিবসের থিম - ''আমাদের নার্সগণ আমাদের ভবিষ্যত, নার্সদের যত্ন নিন, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করুন''।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নার্সিংয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও সুস্থতার উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আর এই পেশাকে আরো আকর্ষণীয় করতেই এবার এই থিম নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। নার্সিং পেশার মাধ্যমে গুণগত সেবাযত্ন বৃদ্ধি করা গেলে শক্তিশালী অর্থনীতিও সম্ভব হবে। নার্সিং একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা। হাসপাতালে যখন কোন রোগী যায় তখন ডাক্তাররা আসার আগেই নার্সরাই প্রাথমিক সেবা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তারা হচ্ছেন ফ্রন্ট রানার। নার্সরা হচ্ছেন মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কাছে আস্থা। মুমূর্ষু রোগীদের মুখে হাসি ফোটান তারা। রোগীদের সময়মতো ব্লাড প্রেসার চেক করা থেকে শুরু করে ঔষধ খাওয়ানো, ইনজেকশন দেওয়া ইত্যাদি সেবাযত্ন করেন তারা। তাই মুমূর্ষু ব্যক্তিদের অধিকার ও অবস্থা নির্ভর করছে নার্সিং স্টাফদের উপর। সাধারণত নার্সিং স্টাফের তুলনায় রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে রোগীর তুলনায় কত সংখ্যক নার্সিং স্টাফ থাকবে সেটা দেখা হচ্ছে।

আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ বামুটিয়ার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে স্থানীয় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে: বামুটিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় গতকাল রাতের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এলাকার বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল বিধ্বংসী ঝড় তুফানে বামুটিয়ার অনেক জায়গা ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বসত ঘর, বিদ্যুৎলাইন, কৃষিক্ষেত সহ অনেক গাছ ভেঙ্গে পড়ে।সোমবার সকাল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নয়ন সরকার। তাছাড়া পরিদর্শনের পরে মোহনপুর এসডিএমের সাথে যোগাযোগ করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। দাবি জানান যাতে অতিসত্বর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য করা হয়। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলির বিদ্যুৎ লাইন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠিক করার জন্যেও জানিয়েছেন বিধায়ক।

একই রাতে ছয়টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১২ মে: রাতের আঁধারে বগাফা আশ্রম দ্বাদশ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ছয়টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। ওই ঘটনায় বিলোনিয়ায় রাতের নিরাপত্তায় ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে। চোরের দল হানা দিয়ে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী সহ নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে শান্তির বাজার মহকুমার বগাফা আশ্রম দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় সংলগ্ন ৬ টি দোকানে হানা দেয় নিশিকুটম্বের দল। চোরেদের হানা থেকে রক্ষা পায়নি স্থানীয় সরকারি নায্যমূল্যের দোকান ও পোষ্ট অফিসের কার্যালয়। চোরের দল হানা দিয়ে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। সোমবার সকালবেলা দোকান খুলতে গিয়ে চুরির বিষয়টি স্থানীয় দোকানদারদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজার থানায় খবর দিয়েছেন। চুরির খবর পেয়ে থানাবাবুরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।

এদিকে, স্থানীয় লোকজন ও দোকানদাদের অভিযোগ, বিগতদিনেও এই বাজারে চুরি করে চোরের দল। বগাফা বাজারে পুলিশ সঠিকভাবে টহলদারী করলে এই ধরনের চুরিকান্ড ঘটত না বলে জানান লোকজনেরা। সকলে চাইছে পুলিশ সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুক। এখন দেখার বিষয় চুরিকান্ডের সাথে জরিতদের আটক করতে এবং বগাফা বাজার এলাকায় চুরি বন্ধ করতে পুলিশ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

যুবকদের নাগরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ মাই ভারতের

আগরতলা, ১২ মে : মাই ভারত পশ্চিম ত্রিপুরার তরফ থেকে যুবকদের নাগরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক তরফ থেকে বলা হয়েছে, মাই ভারত সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নথিভুক্ত করার জন্য সারা দেশে যুবকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই দেশব্যাপী আহ্বানে তরুণ নাগরিকদের জাতীয় কাজে বিশেষ করে জরুরী অবস্থা এবং সংকটের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে ক্ষমতায়নের একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার অংশ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, একটি সু-প্রশিক্ষিত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্থিতিস্থাপক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা। যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, পাবলিক ইমার্জেন্সি এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে বেসামরিক বাহিনী হিসেবে প্রশাসনের সাহায্য করতে পারে।

এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতেএকটি শক্তিশালী, সম্প্রদায়-ভিত্তিক সাড়া দানকারী ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার ও সরিয়ে নেওয়ার কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি পরিচর্যা, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় সহায়তা সহ বিস্তৃত পরিসরের পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করে এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।একটি প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষিত বেসামরিক শক্তির গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি, এবং আমার ভারত এই জাতীয় মিশনে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অতএব, মাই ভারত তার উদ্যমী যুব স্বেচ্ছাসেবকদের নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সকল উৎসাহী তরুণ নাগরিকদের সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি সহজ এবং মাই ভারতের অফিসিয়াল পোর্টালের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। সেটা হল https://mybharat.gov.in। এটি যুবকদের এগিয়ে এসে এই জাতীয় স্বার্থে সকল আগ্রহী যুবক/জনসাধারণকে একত্রিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট আহ্বান। আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার নম্বর জারি করা হয়েছে। সেগুলো হল, জেলা যুব আধিকারিক অজিত কুমার, ৮০০৯৩৭৩৭৬৭, মাই ভারতের রাজ্য পরিচালক বিমল প্রতীক শাহ, রাজ্য পরিচালক, ৯৯৩৪০৫৬৬৯৪।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ে জরুরিকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার উপর সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে: যে কোনও ধরনের জরুরি অবস্থায় সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের কী কী করণীয় তা নিয়ে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমারের আহ্বানে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা সহ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নাগরিক সুরক্ষায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কোনও জরুরিকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো, তাদের জন্য খাদ্য, পানীয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, নাগরিকদের সতর্ক থাকার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্য সামগ্রী মজুত রাখা, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার বলেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ যাতে সুরক্ষিত থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। জরুরি পরিষেবার মাধ্যমগুলিকে সব সময় সচল রাখতে হবে। জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সিভিল ডিফেন্স কর্মী ও জরুরি পরিষেবা কমিটি গঠন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিভিল ডিফেন্সের পাশাপাশি ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনগুলিকেও নাগরিক সুরক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য সচেতন করতে হবে। এছাড়া সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জেলায় সিভিল ডিফেন্সের সদস্য সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে এবং তাদের যে কোনও জরুরিকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রজেক্ট আধিকারিক শরৎ কুমার দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বি.এস.এফ, সি.আর.পি.এফ, টি.এস.আর, এন.ডি.আর.এফ., আসাম রাইফেলস, ও.এন.জি.সি., নেপকো, গেইল, রেডক্রস সোসাইটি এবং বি.এস.এন.এল.-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যজুড়ে পালিত বুদ্ধ পূর্ণিমা

আগরতলা, ১২ মে : আজ বুদ্ধপূর্ণিমা তথা বৈশাখী পূর্ণিমা। দিনটি সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। তবে ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার এবং তিব্বতে দিনটি বিশেষ ভাবে উদযাপিত হয়। সে মোতাবেক ত্রিপুরায় ধর্মীয় রীতি মেনেই ২৫৬৯ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা বেনুবন বিহার বৌদ্ধ মন্দিরে উদযাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গৌতম বুদ্ধ একজন সম্যাক সম্বুদ্ধ ও জ্ঞানী ছিলেন। যাঁর তত্ত্ব অনুসারে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম বা গৌতম বুদ্ধের জন্মের স্মরণে পালিত হয় এই দিনটি। এটি তার বুদ্ধ-জ্ঞান অর্জনের দিন হিসেবেও পরিচিত। তাই আজকের দিনটি শুধু বৌদ্ধদের নয় হিন্দুরাও স্মরণ করেন। দিনটির গভীর তাতর্য্য রয়েছে। এই দিনে লুম্বিনী প্রদেশ বর্তমান নেপালে বুদ্ধের জন্ম আর এই একই দিনে তিনি বিহারের এক জনপদের বোধিবৃক্ষের নিচে বুদ্ধদেবে উন্নীত হন। বিহারের সেই জনপদকে আজকের মানুষ বুদ্ধগয়া হিসেবে চেনেন। পঞ্জিকা অনুসারে খুবই শুভ দিন এই বুদ্ধ পূর্ণিমা। ধর্মীয় রীতি মেনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন করা হয়েছে বেনুবন বিহার বুদ্ধমন্দিরে। এদিন বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ভক্তের সমাগম ছিল বেশ লক্ষণীয়। ভোর চারটা থেকে শুরু হয় বুদ্ধদেবের পূজার্চনা তারপর করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যে ধ্যান। সকালে ফ্ল্যাগ হোস্টিংও করা হয়েছে।

আগামী দুইদিন রাজ্যের তিন জেলায় কমলা সতর্কতা

আগরতলা, ১২ মে: আগামী ১৩ মে পশ্চিম এবং খোয়াই জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহওয়া দফতর। তার পাশাপাশি, ১৪ মে খোয়াই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। রাজ্যের বাকি সব জেলায় আগানী পাঁচদিনের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে দফতর।

প্রসঙ্গত, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম এবং খোয়াই জেলায় কমলা সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি, আগামী ১৪ মে উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং খোয়াই জেলায় কমলা সতর্কতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত আগরতলায় ৩২.২ এমএম, এডিনগর ৩৭ এমএম, বোধজংনগর ৪৬.৫ এমএম, ডিএম অফিস ২২ এমএম, হাওয়ায় ১৯.৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ে ২.৪ এমএম এবং সোনামুড়া মোহনবাগে ৪.১ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৯৬.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৬৫.৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গোমতী জেলায় উদয়পুরে ৫.১ এমএম, অমরপুরে ৪৫.৪ এমএম, করবুক ৬.১ এমএম, কাঁকড়াবনে ৪.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় ৫২ এমএম, সাব্রুমে ৬৯ এমএম, বাগাফা ১৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৩২ এমএম, কাঞ্চনপুরে ১৬.৪ এমএম, আশাপাড়া ৫৫.৫ এমএম, কদমতলায় ৫৩.৪ এমএম এবং নতুনবাজার ২২.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৪৫.৮ এমএম এবং কৈলাসহরে ২১.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৪৩.৮ এমএম, কমলপুরে ৩৭ এমএম এবং মনুঘাটে ৪০.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

উত্তর ভারত বাজারে চুরিকান্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ালেন মন্ডলের সভাপতি

বিলোনিয়া, ১২ মে: উত্তর ভারত বাজারে চুরি কান্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ালেন বিলোনিয়া মন্ডলের সভাপতি সায়ন্তন দত্ত। মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্তের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা কিছু আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৬ মে উত্তর ভারত বাজারের ২৪ টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত বাজার ব্যবসায়ীদের কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করে পাশে থাকার বার্তা যেন ব্যাবসায়ীদের মুখে কিছুটা হলেও হাঁসি ফুটে উঠে। আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানটি হয় উত্তর ভারত বাজার শেডে রবিবার বিকেলে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার ও গৌতম দত্ত গুপ্ত, উত্তর ভারত বাজার ব্যাবসায়ী কমিটির সভাপতি,উত্তর ভারত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। এছাড়া বাজার ব্যাবসায়ী সহ এলাকার প্রবীণ ব্যাক্তিরা। আলোচনা রাখতে গিয়ে নেতৃত্বরা, এই চুরির ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এলাকার বাজার ব্যবসায়ী সহ জনগনকে সদা সতর্ক থাকার আবেদন জানান। এছাড়া বাজার ব্যাবসায়ীদের পক্ষ থেকে বাজার পাহারা দার নিযুক্তি করন সহ উন্নত ধরনের সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য আবেদন রাখেন নেতৃত্বদের কাছে। বাজার ব্যবসায়ীদের এই আবেদন সাড়া দিয়ে মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত বলেন কিছুদিনের বাজার কমিটিদের নিয়ে এক সভা করবেন।

বাল্যবিবাহ রুখতে সক্ষম হল পেঁচারথল থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ১২ মে: প্রশাসনের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে রাজ্যে প্রায়সই হচ্ছে বাল্যবিবাহ। তবে এবার মাছমারা এলাকায় বাল্যবিবাহ রুখতে সক্ষম হল পেঁচারথল থানার পুলিশ।

যানা যায় রবিবার রাতে পেঁচারতল থানাধীন মাছমারা এলাকার শাক্য আদাম গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষী রঞ্জন চাকমার বাড়িতে উনার ১৭ বয়স বয়সী নাবালক পুত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিল ছৈলেংটা ঘাগড়াচড়া এলাকার এক ১৫ বছর বয়সী নাবালিকা কন্যা। বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে গ্রামের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণরা তড়িঘড়ি পেঁচারথল থানায় খবর দিলে সাথে সাথেই পেঁচারথল থানার পুলিশ মাছমারার শাক্য আদাম গ্রামে গিয়ে ১৭ বছর বয়সী নাবালকের বাবা এবং ১৫ বছর বয়সী নাবালিকার বাবাকে থানায় নিয়ে যায় এবং সোমবার সকালে উভয় পরিবারের আলোচনার মাধ্যমে তাদের দুজনকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার আগে বিয়ে দেবে না বলে জানিয়েছে নাবালক ও তার পরিবারের সদস্যরা।

রিফরমিস্ট সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণময় নৃত্যের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ মে: মন্দিরনগরী উদয়পুরে গত ১১মে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রিফরমিস্ট সোসাইটির আয়োজনে বর্ণময় নৃত্যের অনুষ্ঠান। রিফরমিস্ট সোসাইটির বার্ষিক ক্যালেন্ডার নৃত্যের অনুষ্ঠান 'হৃদয়পুরের নৃত্যধারা' অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মৈত্রী ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী মানসী দাস।

তাছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগীত চিত্রশিল্পী মৃণালকান্তি শীল। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন তবলা শিল্পী গৌতম নন্দী। এদিনের অনুষ্ঠানে রিফরমিস্ট সোসাইটির শিল্পীরা নৃত্য শিক্ষক রত্নদীপ রায়ের নির্দেশনায় পরিবেশন করেন রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সলিল চৌধুরী সহ আরো বহু শিল্পীর গানের সাথে নাচ। একের পর এক নৈপুণ্য ভরা পরিবেশনা মানুষের মন জয় করে নেয়। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও অনুষ্ঠান মঞ্চে রিফরমিস্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে উদীয়মান নৃত্যশিল্পীদের 'হৃদয়পুরের আলোক সম্মানে' সংবর্ধিত করা হয়। এবছর উদীয়মান নৃত্যশিল্পী হিসেবে শিল্পী শ্রেষ্ঠ দাস এই সম্মাননা গ্রহণ করেন। সোসাইটির সারা বছরের সকল কর্মকান্ডে যোগদানের জন্য এ বছরের 'হৃদয়পুরের বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয় সোসাইটির সদস্য দীপাশা পাল ও তার পিতামাতাকে। রিফরমিস্ট সোসাইটির আয়োজনে এটি নবম 'হৃদয়পুরের নৃত্যধারা'। বরেণ্য শিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ উৎসর্গ করা হয় সলিল চৌধুরীর নামে। উদয়পুর শহরের সম্ভাবনাময় আরো ১০১ জন শিল্পীকে 'হৃদয়পুরের কৃতি সম্মাননা' প্রদান করা হয়। তাছাড়া সংবর্ধনা করা হয় -সপ্তম বর্ষে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ শিল্পীদের। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল নৃত্য সংগীত বিষয়ক মুক্ত কুইজ।

এই কুইজকে কেন্দ্র করে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সেরা পরিলক্ষিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে শিল্পী, অভিভাবক, আয়োজক ও উদয়পুরের শিল্প মহলে ব্যাপক উৎসহ পরিলক্ষিত হয়। হলে উপস্থিত দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানান যে বিগত দিনের মতো এবারও রিফরমিস্ট সোসাইটির অনুষ্ঠানে এসে তারা মুগ্ধ। অতিথিদের প্রত্যেকেই রিফরমিস্ট সোসাইটির নিয়মিত এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে আগামী দিনে এভাবেই কাজ করে যাওয়ার জন্য আবেদন রাখেন। আগামী বছরের প্রত্যাশা নিয়ে এবারের মত হৃদয়পুরের নৃত্যধারা সম্পন্ন হয়।

রাজ্যের হস্তকারুশিল্প ও হস্ততাঁত শিল্পের বিশিষ্ট কারিগর এবং বুনকরদের সাথে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে: সোমবার আগরতলার হস্তশিল্প সেবাকেন্দ্রে নীতা আম্বানির ক্যালচারেল সেন্টার 'রিলায়েন্স রিটেইল লিমিটেড' হ্যান্ডিক্রাফট-র 'স্বদেশ' টিম ত্রিপুরা রাজ্যের হস্তকারুশিল্প ও হস্ততাঁত শিল্পের বিশিষ্ঠ কারিগর এবং বুনকরদের সাথে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের হস্তকারু শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান দেখে দেশ এবং বিদেশে কিভাবে বাজারজাত করা যায় সেই লক্ষে নিতা আম্বানিরর ''স্বদেশ'' টিমের সদস্যরা শিল্পীদের সঙ্গে স্বাক্ষাত করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশ টিম এর তরফে সৌভিক মিত্র, রবি রত্নম, রাজা গোপ এবং লিচুবাগানস্থিত হস্ত কারুশিল্প সেবা কেন্দ্রের সহ অধিকর্তা পম্পা কর্মকার (হস্তশিল্প ভারত সরকার)। এই টিম রাজ্যের বিশিষ্ট কারুশিল্পী ভজন শর্মা,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK CMYK
8th-6th page -2025 darpan print.pmd 2 5/13/2025, 12:43 AM